visit: www.YaNabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

শিরীন পাবলিকেশান্স
ফলতা, দঃ ২৪ পরগণা
ফোন - ০৩১৭৪-২২৫৫৬৭

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

# নবি জীবন দর্পণ

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

লেখক
ক্বারী - মাওলানা ও মুফতি ঃ -
আবুল কাশেম সুন্নি আলক্বাদরী

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

৭৮৬/৯২

# নবী জীবন দর্পন

মুফতি আবুল কাশেম সুন্নি আলক্বাদেরী
(প্রিন্সীপ্যাল - জে. আর. কে আরবী ইউনিভারসিটী)

গ্রাম - কুমারস্যাণ্ডা, পোষ্ট - সালিস্যাণ্ডা,
জেলা - বীরভূম
ফোন - ০৩৪৬৫-২৫৯১০৫

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

প্রথম প্রকাশ — ১লা অক্টোবর ২০০৫
২৬ শে শাবাণ ১৪২৬

প্রকাশক — মহঃ শামসুদ্দিন আলক্বাদেরী
গ্রাম - কুমারস্যাণ্ডা, পোষ্ট - সালিস্যাণ্ডা,
জেলা - বীরভূম
ফোন - ০৩৪৬৫-২৫৯১০৫

লেখা প্রকাশনি — শিরীন পাবলিকেশান্স
ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
ফোন - ০৩১৭৪-২২৫৫৬৭

অক্ষর বিন্যাস — মাইক্রোগ্রাফিক্স কম্পিউটার
ফতেপুর, ফলতা রোড, দঃ ২৪ পরগণা

বিনিময় মূল্য — ১৫.৫০ টাকা

উৎসর্গ

আমার আব্বা ও আম্মার পূন্যাত্মার সন্তুষ্টি কামনার্থে
নবি জীবন দর্পন পুস্তকটি উৎসর্গ করিলাম।

মুফতি আবুল কাশেম সুন্নি আলক্বাদেরী

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

৭৮৬/৯২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব নিয়ন্তা মহান আল্লাহ্ তায়ালার নিমিত্ত যিনি অক্ষয় অব্যয় এবং অনাদি অনন্ত, বিশ্বের সৃজক পালক সংহারক, যিনি অনাথের নাথ, অসহায় ও নি: সহায় বিপদ গ্রস্ত ভক্তের সহায়ক, করুনার আধার , দয়ার ভান্ডার কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ট নাশক, বিশ্ব সৃষ্টি যাঁহার গুন কীর্ত্তনে লিপ্ত,যাঁহার জ্ঞান ও দৃষ্টি,শক্তি-স্মৃতি ও শ্রুতি অপরিমেয়। যাঁহার "কুন" শব্দের ইশারায় বিশ্ব সমগ্র সৃষ্টির সোচরে দৃশ্য! তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কাহারো দ্বারা তিনি জাত নহেন এবং তাঁহার দ্বারা কেহ জাত নহেন, বিশ্বই তাঁহার ভৃত্য। অত - পর শত সহস্র শান্তির ধারা প্রবাহিত হউক তাঁহার প্রতি যিনি বিশ্বের উৎস মূল মরুর প্রস্ফুটিত অমূল্য ফুল, আব্দুল্লার লাল, মা আমিনার নয়ন তারা, বিশ্বের মুক্তিদাতা, যাঁহার জ্যোতির্ময় মুখমন্ডল দর্শনে সমগ্র সৃষ্টি মাতোয়ারা যিনি অনাথের পরিত্রাতা বিধবা ও কুমারি নারীর সম্মান দাতা যিনি বিশ্বের আদর্শ এবং দুই জগতের মূর্ত করুনা, যিনি সদা সর্বদা নিজ দু:খ কষ্ট ভুলে মানুষের ব্যথা ও বেদনা অনুভব করিতেন, যাঁহার বীর দর্পে মেদিনী কম্পিত, যাঁর দ্বারা এ বিশ্ব মাঝারে সর্বত্তম স্বচ্ছ এবং পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারিত, যিনি আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত মনোনিত বান্দা ও রাসুল এবং যিনি আল্লাহ প্রদত্ত অহিপ্রাপ্ত, যিনি সমস্ত সৃষ্টির কান্ড মূল। সেই আহমাদে মুজতবা

visit: www.YaNabi.in

মোহাম্মাদ মোস্তাফা (মহা নবী) সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম এর আগমন সম্বন্ধে বিশ্ব শ্রষ্টা বলিয়াছেন— সেই আল্লাহ যিনি প্রেরিত করিয়াছেন নিজের প্রিয় রাসুলকে পূন্য পন্থা এবং সত্য ধর্ম দিয়া কারন বিজয়ী করিবেন সত্য ধর্মকে মিথ্যার উপর। এবং আল্লাহু তায়ালার সাক্ষ্য আপনার জন্য যথেষ্ট এই আয়াতে সপষ্ট জানা গেল যে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ সাল্লাম এমনই একটা পথ আনিয়াছেন যে,সেই পথের পথিক কোন দিন বিপদ গামী হইবেনা এবং এটাও জানা গেল যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম এমনই ধর্ম লইয়া আসিয়াছেন যে, ইসলাম ধর্ম সর্ব মিথ্যা ধর্মোপরি বিজয়ী। আরো জানাগেল যে এই ধর্মাবলম্বী বিশ্বের সমগ্র ধর্মাবলম্বীদের উপরে বিজয়ী। যেমন আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম সর্বোৎকৃষ্ট তেমনি আমরা তাঁহার উম্মাৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট জাতি। আল্লাহু তায়ালা নিজের প্রিয় রাসুল সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন :— বলে দিন হে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম হে মানব সমূহ যদি তোমরা আল্লাহু তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করিতে চাও তাহা হইলে আমার অনুস্বরন করো, (অর্থাৎ আমার দাসত্ব স্বীকার কর।) তবেই আল্লাহু তায়ালা তোমাদিগকে ভালোবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগের পূর্ববতী সমস্ত অপরাধকে সুমার্জিত করিবেন এবং আল্লাহু তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। এবং আরও বলিয়াছেন— হে আমার প্রিয় রাসুল ''সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম ,, আপনাকে আমি প্রেরণ করিয়াছি বিশ্ব জগতের মূর্ত্ত করুনা স্বরূপ। হুজুরে



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সম্পর্কে আরো ইরশাদ করিয়াছেন, সুনিশ্চিত আল্লাহু তায়ালা বিরাট করুনা করিয়াছেন মোমিন সম্প্রদায়ের উপরে, কারন-প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদেরই নিজের প্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম) কে এবং আরো ইরশাদ করিয়াছেন-যেমন, যে ব্যাক্তি রাসুলের আজ্ঞাবহ হইলো সে নিশ্চই আল্লাহু তায়ালার আজ্ঞাবহ দাস হইল ।।পাঠক এবার দেখুন পূর্বোক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা প্রমানিত হইলো যে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম পূর্ন পন্থা এবং সত্য ধর্ম আনিয়াছেন । পূন্য পন্থা অর্থাৎ— ) শরিয়াতে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম এবং সত্য ধর্ম বলিতে ইসলাম ধর্ম । সে সম্পর্কে সিরাতে মোস্তাকিম এবং ইন্নাদ্দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম বলা হইয়াছে । ইসলাম দেহ স্বরূপ আর শরিয়ত তাহার কর্ম সূচি । এইবার আলোচ্য বিষয় হইবে এইযে , ইসলাম অর্থাৎ— পরম স্রষ্টার উপাসনায় নতশির হওয়া কি?

— : ইবাদত : —

উদাহারণ স্বরূপ ধরুন, একজন কৃতদাস তাহার প্রভূর আজ্ঞায় নিজের জীবনের প্রতিটি ধারা প্রবাহিত করে তাহার নিজেস্ব ইচ্ছা এবং কোন সত্তা থাকেনা । সে আচারে- বিচারে, আহারে-বিহারে, গহনে-কাননে, বিজনে বনে-উপবনে, সয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরনে, অভাবে-অনাটনে, আঘাতে-অপমানে, সর্বত্র সর্বক্ষনে ও সর্ব মূহুর্তে নিজের মুনিবের অনুমতি ছাড়া নিজেকে চালিত করিতে পারেনা। ঠিক তদ্রুপ আমরা মানব জাতি বিশেষ করে মুসলমান জাতি আল্লাহু তায়ালার অনুগ্রহে পালিত এবং



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত এবং তাঁহার আদেশে জীবিত ও মৃত । কেমন করিয়া আমরা তাঁহার আদেশ ও নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া নিজমতে জীবণ ধারা অতিবাহিত করিতে পারি ? ইহাই হইতেছে ইসলাম । এই রূপ ধারা বাহিক ভাবে হজরত আদাম (আলাই হে ওয়া সাল্লাম) হইতে হজরত ঈসা (আলাই হে ওয়া সাল্লাম) পর্য্যন্ত প্রত্যেক নবি ও রাসুল গণের শিষ্য বর্গরা যথাযথ ভাবে আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ও নিষেধকে পালন করিয়া অক্ষয় কৃত্রিলাভ করিয়াছেন,এবং মহাপূরুষ হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । কিন্তু যাহারা উক্ত পয়গম্বর গণের আদেশ ও নিষেধ মোতাবিক চলে নাই তাহারাই পথ ভ্রষ্ট। হজরত ঈসা (আলাই হে ওয়া সাল্লাম) পর ধীরে ধীরে মানুষের খোদাভক্তি ও শিষ্টাচার লোপ পাইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে মানব জাতির গতি ও আচার ব্যাবহার পশুস্থরে বরং তাহা হইতেও নিম্নে চলিয়াগিয়াছিল। এমনকি মানব জাতি পরম স্রষ্টাকে ভূলিয়া হাতে গড়া ধূলা মাটির দেবতার স্তুতি বন্দনা ভজনা আরাধনা করিয়া করুনাময় আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করিয়াছিল। এমনকি হজরত ইসমাইল (আলাই হে ওয়া সাল্লাম) বংশধর পবিত্র ভূমি, মক্কার বিজন হইতে বহির্ভূত হইয়া বারো গোত্রে বিভক্ত হইয়া মন গড়া ধূলা ও প্রস্তর নির্মিত ৩৬০ তিনশো ষাঠটি মূর্তির নিগুড় ভাবে পূজা পাঠ শুরু করিয়া অন্যায় অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন করিয়া অভিশপ্ত ও পথ ভ্রষ্ট হইয়াছিল । এবং নিজ পাপ পঙ্কে নিমর্জিত হইয়াছিল। এমনই ভয়াবহ এবং সঙ্কটময় সময়ে মূষ্টিমেয় একত্ববাদির করুন আর্তনাদে ও প্রার্থনায় করুনাময় মহান আল্লাহ্ তায়ালা নিজের



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মনোনিত স্বর্গে অবস্থিত রাসুলকে ৫৭০ পাঁচশো সত্তর খৃষ্টব্দে পবিত্র রবিউল আউওয়াল মাসের ১২ই তারিখে সোমবার দিবাগত রাত্রির সন্ধিক্ষনে আব্দুল মোত্তালিবের পূত্র বধূর উদর হইতে তাঁহার ঘরে প্রেরণ করেন। সারা জগত এবং জগ্‌ত বাসি আনন্দে আত্নহারা হইয়াছিল। তাঁহার মৃদু হাসির জ্যোতিতে বিশ্বের অন্ধকার দূরিভূত হইয়াছিল। বিশ্বনবির বাল্য অবস্থা ধারা বাহিক কিরূপ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল পাঠকবর্গ আশা রাখি জ্ঞাত আছেন। চল্লিশ বৎসর বয়ষে মক্কা শরীফ অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় একান্ত সাধনে রত থাকা কালিন আল্লাহ্ তায়ালার স্বর্গদূত হজরত জিব্রাইল (আলাইহে অ-সাল্লাম) আসিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার অমিয়বানি (ইক্বরা বিস্‌মে রব্বিকাল্লাজি খালাক্ব-খালাক্বাল ইনসানা মিন আলাক্ব) অর্থাৎ—পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নাম যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,সৃষ্টি করিয়াছেন মানবজাতিকে বিন্দু রক্ত দ্বারা। প্রত্যুত্তরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) বলিয়াছিলেন, আমি পড়িব না তখন হজরত জিব্রাইল (আলাইহে অ-সাল্লাম) রাসুলকে বক্ষে বিজড়িত করিয়া সজোরে চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন,পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তর একই পাইলেন। এইরূপ তিনবার প্রশ্ন ও উত্তর হওয়ার পর তিনি ইক্বরা বিস্‌মে রব্বিকাল্লাজি খালাক্ব-খালাক্বাল ইনসানা মিন আলাক্ব পাঠ করিলেন। বক্ষে বিজড়িত করার কারণ হজরত আল্লামা কিরমানি (রহমোতুল্লা আলাইহে)বলিয়াছেন যে রাসুলে আরাবি আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে মগ্নছিলেন তাই জিবরিল আমিন নবিপাককে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার জন্য বক্ষে বিজড়িত করিয়াছিলেন। হেরা



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

পর্বতের গুহা হইতে আসিয়া নিজ পরিবার কে বলিলেন আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো, ওনাকে চাদর পরাইয়া দেওয়া হইলো। কিন্তু তখনও সেই দৃশ্য সম্মুখে যাহা উক্ত পর্বত গুহায় দেখিয়াছিলেন। তার জন্য একটু ভীত হইলেন, কারন ইহা তাঁহার নবুয়তের প্রথম পদক্ষেপ। এই অস্পষ্ট ব্যাপারকে স্পষ্ট করিবার জন্য তাঁহার সহ ধর্মিনি হজরত খাদিজা (রাদি আল্লাহু আনহা) আরক্কাবিন নওফেল নামক একজন সাধকের নিকট গেলেন যিনি হজরত খাদিজার আত্মীয় হইতেন। তিনি বলিলেন যদি আমি সেই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতাম যখন আমনার স্বদেশবাসি আপনাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে, তাহা হইলে আপনাকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতাম সত্য ধর্ম প্রচারে। হুজুর বলিলেন, কি — আমি বিতাড়িত হইবো? উত্তরে সেই সাধক বলিলেন জি হ্যাঁ— আপনার মত যাঁহারাই মোজেজা (অলৌকিক ঘটনা) সম্পন্ন হইয়া মানব কল্যান হেতু পয়গম্বর হইয়াছেন তাঁহারাই স্বদেশ বাসি দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছেন। পাঠকবর্গ— এবার আসুন হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) আল্লাহু তায়ালার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হইলেন সর্ব প্রথম মক্কা শরিফে অবস্থিত সাফা নামক পর্বতে চড়িয়া "ইয়া স্বাবাহাহ" বলিয়া উচ্চস্বরে মক্কা বাসিকে ডাকিলেন। সকলেই তাঁহার ডাকে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত ব্যাক্তিগণের সম্মুখে রাসুলুল্লাহ বলিলেন - আমি তোমাদের নিকট কি রূপ? সকলেই সমস্বরে উত্তর দিলেন, আপনি আমাদেব নিকটে সত্যবাদি ও জিতেন্দ্রিয় আপনি বাস্তব সত্যের উৎস মূল. তারপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) জিজ্ঞাসা



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

করিলেন আমি যদি বলি এই পর্বতের পৃষ্ঠদেশে শত্রু সৈন্য লুকায়িত আছে আক্রমন মানসে তবে কি তোমরা মেনে নেবে? সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিলেন, অবশ্যই মানিয়া লইব। কারণ— আপনি জীবনে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বলেন নাই। অতএব সুনিশ্চিত আপনি যাহা বলিতেছেন, সত্য বলিতেছেন। এই অবসরে সাইয়েদুল মূরসালিন বলিলেন, তোমাদিগের চির শত্রু শয়তান তাহারা দলবল লইয়া সদা সর্বদা আক্রমনের চেষ্টায় আছে, অতএব তাহা দিগের সহিত যথার্থ প্রতি দ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে মহা অস্ত্রের প্রয়োজন। তাহা হইল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম)। ইহা শ্রবণ করিয়া কাফের কূলের শিরোমনি আবুলাহাব বলিল, তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত হও। কি - তুমি এরই জন্য ডাকিয়াছিলে? করুনার আধার দয়ার ভান্ডার আল্লাহু তায়ালার রাসুল নীরব। কিন্তু মহান স্রষ্টা নিজের প্রিয়তম রাসুলের অসম্মান সহ্য করিলেন না। উত্তরে সুরা লাহাব অবতির্ন করিলেন যাহাতে চির কাফের আবু লাহাব এবং তাহার স্ত্রীর বিধ্বংসের ও অপমানের কথা রহিয়াছে। সুরা লাহাবের ঘটনায় মুসলমান জাতিকে সতর্ক হওয়া একান্ত কর্তব্য। যে, বিশ্ব রাসুলের মানে সম্মানে বিন্দু মাত্র ত্রুটি না হয়। নচেৎ ঈমান- রতন অমূল্য ধন নষ্ট হইয়া যাইবে। যাক — বিশ্ব নবির সাফা পর্বতোপরি ভাষণ দ্বারা সু-স্পষ্ট ভাবে জানা গেল যে ইসলামের মূল হলো ঈমাণ ; ঈমাণ আরবি শব্দ তাহার অর্থ মানিয়া লওয়া। যেমন চকোর চন্দ্রের জ্যোতিকে মানে শত বাধা দিলেও, সে চন্দ্র ছাড়া রয়না- ঠিক তেমনি। পদ্ম কলি ভানু কিরণ বিহিন প্রস্ফুটিত হয়না। মজনু লাইলার



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রেমে মত্ত, শত বাধা সত্বেও তাহার প্রেমিকার প্রেম ছাড়া হইতে চায়না। নশ্বর বস্তুর সহিত যদি এত প্রেম প্রীতি ভালবাসা সহায়তা ও সহানু ভূতি তাহা হইলে যিনি অবিনশ্বর, সু- পথের সন্ধান দাতা, ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা, ইসলাম ধর্মজ্ঞাতা , সেই মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) এঁর সহিত কি রূপ ভক্তি ও ভালোবাসা - প্রীতি হওয়া উচিৎ? কলেমা তৈয়ব, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ইসলামের মূল। ইসলাম তরীকে বাঁচাইতে হইলে ঈমান সরোবরের সুস্নিগ্ধ বারি দ্বারা স্নান করিতে হইবে। যেমন — গরম পানি সিঞ্চনে ফসল উৎপাদন হয়না, তেমনি রাসুল প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও ভক্তি বিহীন উপাসনা করিয়া ঈমান বাঁচানো যায় না। রাসুলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) হইতে তাঁহার স্নেহাশীষ সহচর হজরত আনাস (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিশ্ব নবি (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) বলিয়াছেন যে - তোমাদের মধ্যে সে পূর্ণ মোমিন হইতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে তাহার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি,বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয়-স্বজন, আদি চেয়েও অতি প্রিয় না জানিবে। (বোখারি শরীফ) ।। প্রিয় পাঠক বর্গ— আসুন অল্প সময়ে হজরত আনাসের একটু পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মদিনার খাজরাজি গোত্রের এক সমুজ্বল প্রদীপ।মাতার নাম উম্মে সোলাইম। হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) যখন মক্কা শরীফে আসেন সেই সময় হজরত আনাসের বয়ষ ছিল মাত্র দশ বছর। তাঁহার মাতা অর্থাৎ— উম্মে সোলাইম রাসুলের গোচরে আনিয়া তাহাকে হুজুরের সেবায় নিযুক্ত



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

করিয়া দিলেন। হজরত আনাস দশ বৎসর ব্যাপি রাসুল সেবায় রইলেন। একদিন তাঁহার মাতা বিশ্ব রাসুলকে বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আনাসের জন্য দোওয়া করিয়া দিন। দয়ার নবি তাঁহার ধন- সম্পদ, বয়ষ এবং সন্তান সন্ততির জন্য দোওয়া করিলেন। ফলে হজরত আনাস বলিতেছেন যে, আমি শতাধিক বৎসর বয়ষ পাইলাম। এবং শতাধিক সন্তান-সন্ততির পিতা হইবার ভাগ্য পাইলাম এবং বহু ধন ও অর্থের মালিক হইলাম। হুজুরের দোওয়ায় আনাসের বাগানে দুইবার ফল আসিত যাহা অন্যের ভাগ্যে জুটেনি।এই ঘটনার দ্বারা জানা গেল যে, বিশ্ব নবির দোওয়া অকাট্য এবং অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন। যাইহউক— পাঠক বর্গ, উপরিউক্ত হাদিশ শরিফ দ্বারা এটাই জানা গেল যে, রাসুলকে ভাল না বাসিলে ধর্মের সমগ্র কর্ম বিফল হইবে। উক্ত হাদিশ শরিফ ইরশাদ করিবার সময় হজরত উমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব বস্তু হইতে অতি প্রিয় আপনাকেই জানি। কিন্তু প্রান হইতে বেশি ভাল বাসিতে পারিনাই। উত্তরে বিশ্বনবি বলিয়া ছিলেন - হে উমার এখনও তোমার ঈমান পরিপক্ক হই নাই। নবি মোস্তাফার এই বানি শুনিয়া ভয়ে ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া হজরত উমার (রাদি আল্লাহু আনহু) মিনতির সহিত নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ; আমি প্রাণ হইতেও আপনাকে অধিক প্রিয় জানি। নবি পাক উত্তরে বলিলেন (আল্ আন ইয়া উমার) অর্থাৎ— হে উমার এখন তুমি ঈমানে সু-পরিপক্ক হইলে। জানা গেল ঈমাণ পূর্ণ হওয়ার ভিত্তি রাসুল প্রেম ও প্রিতি। পাঠক — আসুন একবার বাহ্যিক দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়া আলোচনা করিয়া দেখি,যে



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রেম এবং ভালোবাসার পাত্র হইতে হইলে কোন্ কোন্ বস্তুর প্রয়োজন। সৌন্দর্য্য এবং শিক্ষাগত যোগ্যতাও পূর্ণতা। বিশ্ব সৃষ্টির সিন্ধুকে মন্থন করিলে উপরিউক্ত তিন বস্তুর সর্বাধিকারি, আমার ও আপনার মনিব, আল্লাহ্ তায়ালার সর্বোত্তম সচিব যাঁহার অসিলায় সর্ব জীব হজরত আহম্মাদে মোজতবা মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়াসাল্লাম) কেই পাই। তিনিই এই ত্রয়ের অধিকারি। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, উনি বলেন- রাসুলুল্লার পবিত্র শরীর গৌরবর্ণ এমনিই শুভ্র যেমন খাঁটি রৌপ্য দ্বারা তৈরী। প্রিয় সাহাবি হজরত আনাস বলিতেছেন, বিশ্ব নবির দেহ মোবারক রেশম হইতেও কোমল এবং অতি সু- গন্ধিময়। বিশ্বের সু-গন্ধ তাঁহার সম্মুখে হেয় এবং তুচ্ছ। (বোখারি শরিফ)।। হজরত কাব বিন মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়াসাল্লাম) যখন সন্তুষ্ট হইতেন তখন তাঁহার মূখ মন্ডলের উপর এক জ্যোতি ফুটিয়া উঠিত চন্দ্রের মতো যাহাতে তাঁহার সন্তুষ্টির পরিচয় পাইতাম। (বোখারি শরিফ) মূখ মন্ডলের ঘর্ম ধারা জ্যোতির মত চমকিত হইত। হজরত আনাসের মাতা উম্মে সুলাইম নিজের বিছানা যাহা চর্মের ছিল বিছাইয়া রাখিতেন। হুজুর দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়া বিশ্রাম করিতেন এবং ঘর্ম ধারা পবিত্র শরীর হইতে চুঁইয়ে- চুঁইয়ে বিছানায় পড়িত। সেই পবিত্র ঘর্ম ধারা সযত্নে উঠাইয়া সু-গন্ধে মিলাইয়া লইতেন। হজরত আনাস জীবণের শেষ মুহূর্তে বলিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর ওই সু-গন্ধ যেন মর্দন করা হয়, যাহাতে বিশ্ব নবির ঘর্ম ধারা মিশ্রিত করা হইয়াছে। (বোখারি শরীফ)।।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

## —:পবিত্র দেহের ছায়া ছিল না :—

হজরত হাকিম তিরমিজি নিজের নাওয়াদেরুল গ্রন্থে হজরত জাফওয়ান তাবেরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বিশ্বরাসুল সূয্যের কিরণে চলিতেন বা চন্দ্রের কিরণে, কিন্তু নবি মোস্তাফার শরীর মোবারকের ছায়া পড়িত না। কারন তিনি নূরের তৈরী ছিলেন। অনুরূপ "জুরকানী" শরীফে হজরত আব্দুল্লা ইবনে মোবারক এবং ইবনে জাওজি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, বিশ্ব রাসুলের পবিত্র ছায়া ছিলনা। বিশ্ব রাসুলের পবিত্র শরীরের এবং পরিধেয় বস্ত্রের উপরে মশা- মাছি এবং উকুন বসিতে পারে নাই। ইমাম ফাকরুদ্দিন রাজি এবং আল্লামা হেজাজি বর্ণনা করেন যে, হুজুরের শরীর এবং বস্ত্রের উপর মশা, মাছি,উকুন দংশন করা তো দুরের কথা বসিতেও পারে নাই। (জুরকানি)

## —: নবুয়তের মোহর শরীফ :—

বিশ্ব নবীর পৃষ্ঠের মধ্যে- নবুয়তের মোহর কবুতরের ডিম্ব সম। তাহাতে লেখা ছিল- (আরবী হবে) অর্থাৎ — আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। হে রাসুল আপনি যেখানেই হউন না কেন আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী।হজরত আনাস (রাদি আল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত : - নবি মোস্তাফার শরীর মোবারক না খুব উচুঁ ছিল , না খুব নীচুঁ। বরং মাঝারি ছিল। যখন চলিতেন একটু ঝুঁকে চলিতেন কারন — বিনয়ীর সু- পরিচয় ঝুঁকে চলা। বিশ্ব নবির শরীর মোবারক মাঝারী হওয়া সত্বেও যখন জন মধ্যে চলিতেন,



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তখন তাঁহাকে সব চাইতে উচুঁ দেখাত। হজরত আলি মোর্তজা হইতে বর্ণিত যে, তাঁহার পবিত্র মস্তক অতিব সুন্দর, বৃহৎ আকারের। বিশ্ব নবির পবিত্র কেশরাশি খুব কোঁকড়ানোও নয় বা সোজা ও নয়। দুয়ের মধ্যে কখনও কর্নের নিম্নদেশ পর্যন্ত কখন ও স্কন্ধ পর্যন্ত প্রবলম্বিত ছিল। বিদায় হজ্ব কালিন উহা কাটাইয়া বিতরন করিয়া ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম অমূল্য ধন জানিয়া উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন! মর জগতে নিজের প্রাণাধিক সু-রক্ষা করিয়া ছিলেন। হজরত বিবি উম্মে সালমা (রাদি আল্লাহু আনহু) যিনি বিশ্ব নবির সহ ধর্মিনি ছিলেন। বিশ্ব রাসুলের পবিত্র কেশ সমুহ একত্রিত করিয়া সযত্নে এক শিশির মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া ছিলেন। যখন কোন ব্যাক্তি পীড়িত হইতেন, কেশ পূর্ণ শিশি ধূইয়া পানি পান করাইতেন। ফলে পীড়িত ব্যাক্তির পীড়া নির্মূল হইয়া যাইত। (বোখারি শরীফ)

—: পবিত্র মুখ মন্ডল : —

বিশ্ব নবির মুখ মন্ডল গোলাকার, পরি পূর্ণ জ্যোতির্ময়। মনে হইত বিশ্ব নিয়ন্তার জ্যোতি দর্পণ। প্রিয় সাহাবী হজরত জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করিতেছেন যে, একদা আমি জ্যোৎসনা রাত্রিতে বিশ্ব রাসুলকে দেখিতে পাইলাম কখনও চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম কখনও হুজুরকে দেখিতে ছিলাম। কিন্তু বিশ্ব নবির মুখ মন্ডলকে চন্দ্রের চেয়েও অধিক শ্রেয় এবং উজ্বল পাইলাম। হজরত কাবায়া (রাদি আল্লহো তায়ালা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, বিশ্ব নবির মুখ মন্ডল কি সু-তীক্ষ্ণ তরবারীর মত ছিল ? উত্তরে বলিলেন, পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়। প্রাণাধিক



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সাহাবি হজরত আলি বলেন, হুজুরের হঠাৎ তেজস্বিতা দর্শনে লোক ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইত এবং পরিচয়ের পর দেখিতেন প্রেমিক হইয়া যাইতেন। তিনি এমই আকর্ষনীয় ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় হজরত বারারা বলিতেছেন বিশ্ব নবি সমগ্র মানব চেয়েও অধিক সৌন্দর্য্যবান এবং আদর্শবান ছিলেন। (বোখারী শরীফ)

—: পবিত্র ভূরু : —

বিশ্ব নবির ভূরু শরীফ বৃহৎ এবং ঘনচুল বিশিষ্টি ছিল।

—: জ্যোতির্ময় আক্ষিদয় : —

হুজুরের অক্ষিদ্বয় বৃহৎ এবং সুরমা শোভিত চক্ষুমনি অতি কালো বর্নের এবং পার্শ্বস্থ ছোট ছোট শিরা গুলি রক্তিম। বিশ্ব নবির পবিত্র চক্ষু অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। একই সময়ে আগে পিছে বামে দক্ষিণে নিম্নে আলোয় অন্ধকারে সমান ভাবেই দেখিতেন। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ) উক্ত হাদিশ দ্বয়ের বর্ণনায় স্পষ্ট জানা যায় যে, হুজুর বলিয়াছেন হে আমার সহচর বর্গ, তোমরা রূকুএবং সিজদা পূর্ণ কর। আমি তোমাদিগকে পশ্চাৎ হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাই। হজরত আল্লামা মুল্লা আলি কারী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, চতুর্দিক সমান ভাবে দেখা এ- কেবল রাসুলুল্লাহ (সাল্লা ল্লাহো আলাই হি অ সাল্লাম) এঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। বোখারী শরীফের দ্বিতীয় বর্ণনায় স্পষ্ট জানা যায় যে, হুজুর (সাল্লা ল্লাহো আলাই হি অ সাল্লাম) রূকু এবং সিজদা দুটিই পরিদর্শন করিতেন। অর্থাৎ— তাঁহার অন্তর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

—: পবিত্র নাসিকা : —

হুজরের পবিত্র নাসিকা উজ্বলতর জ্যোতি বিকাশি।

—: পবিত্র কপাল : —

হজরত হিন্দ ইবনে আবু হালা হইতে বর্ণিত যে, তাঁহার পবিত্র কপাল প্রশস্ত এবং জ্যোতিঃ পূর্ণ।

—: পবিত্র কর্ণদ্বয় : —

তাঁহার চক্ষুদয় যেমন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। বিশ্বের সমগ্র বস্তু তথা পরমানু তাঁর নিকটে চমকিত। তেমনই তাঁহার কর্ণদয় । বিশ্ব রাসুল নিজেই ঘোষনা করেছেন — আমি যাহা দেখি, তাহা তোমরা দেখিতে পাওনা এবং আমি যাহা শুনি তোমরা তাহা শুনিতে পাওনা। এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় মোহাদ্দেসীন এক ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদা বিশ্ব নবি হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) তাঁহার সহ ধর্মিনি হজরত ময়মনাই এর শয়ন কক্ষ হইতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার জন্য উঠিয়া ওজু করিতেছেন এমন সময় সুদুর তিন শত মাইল দূরবর্তী মক্কানগর হইতে আপনার সপক্ষীয় দল বনি খোজায়া মক্কার বিধর্মি দ্বারা আক্রান্ত এবং নির্যাতিত হইয়া সাহায্য প্রার্থী হইলেন।বিশ্বের নবি ওজু করা কালীন উত্তর দিলেন, তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। জানা গেল তিন শত মাইল দূরের কথা শুনতে পান। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারন হজরত আল্লামা জুরকানি লিখিয়াছেন বিশ্ব নবির তিন শত মাইল দূরের কথা শুনিতে পাওয়া কোন



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আশ্চর্যের কথা নয়। তিনি সপ্ত আকাশ উপরি যাহা সাত হাজার বৎসর রাস্তার উর্দ্ধে লেখনির মৃদু শব্দ ও শুনেন। পড়ুন - আলহামদোলিল্লাহ ।

—: দন্ত মোবারক : —

হজরত হিন্দ ইবনে আবু হালা হইতে বর্ণিত যে, বিশ্ব রাসুলের পবিত্র মুখ মন্ডল কোমল এবং নম্র ও সমতল, প্রসস্ত। দন্ত সারি প্রকাশিত করিয়া হাসিলে এক জ্যোতি বাহির হইত। যাহাতে ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পড়ে যাওয়া সূঁচ পাওয়া যাইত।

—: পবিত্র জিহ্বা : —

বিশ্ব নবির পবিত্র জিহ্বা অতিব সুন্দর এবং সনম্র অতি কোমল।

—: পবিত্র থুথু : —

রাসুল (সাল্লা ল্লাহো আলাই হি অ সাল্লাম)-এঁর থুথু শরীফ জহর মোহরার কাজ করিত।হজরত আবু বকর সিদ্দীক্ব (রাদি আল্লাহু আনহুর) পায়ে শত্তর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন কালীন বিষধর সর্প দংশন করিয়া ছিল। কিন্তু বিশ্ব নবির থুথুর বরকতে বিষ অপহৃত হইয়াছিল। ঔষধের কাজ করিতো, যেমন — খয়বরের যুদ্ধকালীন পনেরো দিন যাবৎ বিধর্মী ইহুদি গন মুসলিম সৈনিক বেষ্টিত ছিল। সেই সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) বলিয়া ছিলেন যে, আগামি কল্য এমন এক মহান ব্যাক্তির হাতে ইসলামিক প্রতীক উঠাইয়া দিব যাহার দ্বারা খয়বর বিজয় হইবে। যাঁহাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভাল বাসেন এবং তিনিও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভাল বাসেন। একথা শুনিয়া সকল



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সাহাবি মনে প্রাণে চাহিতে লাগিলেন যে, এই সৌভাগ্য যেন আমারই ঘটে। কিন্তু চাহিলে কি হইবে ? সেটা অখন্ডনীয় ভাগ্য হিসাবে নির্ধারিত হইয়া ছিল। যাহা হজরত আলির ভাগ্য তটে লিপি বদ্ধ ছিল। তাই সকাল হইতেই ডাক দিলেন — হজরত আলি ! আওয়াজ শুনিবা মাত্র ভক্ত প্রবর নত শিরে রাসুল দরবারে আসিয়া বলিলেন সেবায় উপস্থিত রয়েছি হুজুর। আদেশ হইল এই লও ইসলামের পতাকা এবং যাও আল্লাহু তায়ালার মনোনীত ধর্মকে উচ্চ করনার্থে বিধর্মীর শিকড় উৎপাটিত কর। অর্থাৎ — বীরত্বের পরিচয় দিতে আবেদন করিলেন হুজুর। তাঁর রোগ ক্লিষ্ট চক্ষুদ্বয়ের উপরে নিজের থুথু মোবারক লাগাইয়া দিলেন। ফলেই হজরত আলি বলেন, আমার চক্ষু হইতে চির দিনের তরে রোগ দূরীভূত হইয়া গেল এবং দ্বিগুনজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আলহামদোলিল্লাহ — নবি মোস্তাফার (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) থুথু মোবারক শুধু ঔষধেরই কাজ করত না বরং বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা ও ঘটেছিল। যেমন — হজরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুর) এক ইন্দারার লবনাক্ত পানি সু- স্বাদু হয় রাসুলুল্লার থুথু মোবারকের বরকতে। হজরত ইমাম বায়হাক্কি এক বর্ণনায় বলেন যে, হুজুর নবি করিম (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) মহরমের দশ তারিখে দেশের শিশুদের কে দেখিয়া নিজের পবিত্র থুথু তাহাদের মুখে লাগাইয়া দিতেন এবং তাহাদের মাতাগনকে আদেশ করিতেন যেন তাহারা রাত্রি পর্যন্ত শিশুদের দুগ্ধপান না করান। হুজুরের পবিত্র থুথু দুগ্ধের কাজ করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারন করিত।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

—: পবিত্র কণ্ঠ স্বর : —

বিশ্ব নবির পবিত্র কণ্ঠস্বর সু- মিষ্ট, সু- নম্র, অলৌকিক গুন সম্পন্ন। ভাষন কালীন দূরবর্তী ও নিকট বর্তী শ্রোতারা সমান ভাবে শুনিতে পাইতেন।

— : পবিত্র গ্রীবাদেশ : —

শামাইলে তিরমিজি গ্রন্থে হজরত হিন্দ ইবনে আবু হালা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার পবিত্র গ্রীবাদেশ সুন্দরতম সুভোল রৌপ্য বিজড়িত মনে হইত।

— : পবিত্র হস্তদয় : —

বোখারী শরীফের মধ্যে হজরত আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার পবিত্র হস্তদয় রেশমের চেয়েও কোমল এবং সু- গন্ধিময়। যখন তিনি কাহারো সঙ্গে করমর্দন করিতেন তখন তাহার হাত সারা দিন ব্যাপি সু- গন্ধিত থাকিত। মুসলিম শরীফের মধ্যেও হজরত জাবের ইবনে মাসুরা বর্ণনা করেন যে, একদা আমি বিশ্ব রাসুলের সঙ্গে জোহরের নামাজ আদায় করি। পরক্ষনে রাসুল(সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) নিজ বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে আমি ও চলিলাম কিন্তু কিছু সংখ্যক শিশু তাঁহাকে দেখিয়া নিকটে আসিতেই তাহাদের মুখ মন্ডলে পবিত্র হস্ত ফিরাইলেন। ইহা দেখিয়া আমি সম্মুখে আসিলাম তো আমার ও মুখমন্ডলের উপরে পবিত্র হস্ত ফিরাইলেন ফলে আমি ও স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম। এবং এমনই সু- গন্ধ পাইলাম যে, মনে হইতে লাগিল যেন কস্তুরীর সু- বাস পাইতেছি।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

—: পবিত্র পদযুগল : —

বিশ্ব রাসুলের পবিত্র পদ-যুগল প্রষস্ত। গোড়ালি দ্বয় অতীব সুন্দর। নিম্ন ভূমিখানি চলিবার সময় মৃত্তিকা স্পর্শ করিত না। চলন ধীর স্থির, কিন্তু সর্বাগ্রে চলিতেন। পাঠক বর্গ — আসুন এবার আলোচনা করে দেখি রাসুলের শিক্ষা গত যোগ্যতার কথা। কারন - আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রেমের সর্বাধিকারী হইতে হইলে সর্ব্বোত্তম ও সর্বানুপম হইতে হইবে। তার জন্য সর্বাগ্রে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন। সৌন্দর্য — যাহা বাহ্যিক ওআভ্যন্তরীক। রাসুলুল্লার হুলিয়া শরীফের বর্ণনায় পাইলেন। দ্বিতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা- যাহা নিম্নে আলোচনা করিলাম

—: বিশ্ব নবীর শিক্ষাগত যোগ্যতা : —

পবিত্র ক্বোরাণ শরীফে ঘোষিত " অ-আল্লামাকা মালাম তাকুন তালাম" অর্থাৎ —হে দু জগতের প্রেমের পবিত্র রাসুল, আমি আপনাকে সমস্থ অজানিত বারতা (ইলমে গায়েব) জানিয়েছি। উক্ত আয়াত শরীফের মাধ্যমে আল্লাহু তায়ালা সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন যে, আমি আমার রাসুলকে সমস্থ গায়েবের কথা জানিয়েছি। বিশ্ব নবি সম্বন্ধে পবিত্র ক্বোরাণ শরী ফে আল্লাহু তায়ালা আরও বলিয়াছেন , " অমায়্যানতেক্বে আনিল হাওয়া ইনহুয়া অহইয়ি ইউহা " অর্থাৎ — রাসুল যাহা বলেন সেটা প্রকৃত আল্লাই বলেন। জানা গেল প্রতিটি কথা বিরাট গভীর জ্ঞান গর্ভ। পবিত্র ক্বোরাণ শরীফে আরও ঘোষনা রয়েছে যে, বিশ্ব নবি গায়েবের খবর জানাইতে কৃপনতা করেন না। জানা গেল যে আল্লাহু তায়ালা নিজের হাবীবকে সমস্থ গায়েবের শিক্ষা দান করিয়াছেন। হজরত নবি



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

করিম (সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রাঞ্জল ভাষায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া আরবের শিক্ষিত মহারথীগন নিবেদন করিলেন- " মান আল্লামাকা অ-আদ্দাবাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ " ? উত্তরে রাসুলুল্লাহ বলিলেন — " আল্লামানি রব্বি ফা আহ্সানা তালিমি অ-আদ্দাবানি রব্বি ফা আহ্সানা তাদিবি " অর্থাৎ — হে রাসুল আপনাকে এ সু-শিক্ষা-দীক্ষা কে দিয়েছেন ? উত্তরে নবি মোস্তাফা বলিলেন, আমাকে এ সু-শিক্ষা ও দীক্ষা আমার প্রতি পালক আল্লাহু রব্বুল আলামিন্ দান করিয়াছেন। পাঠক বর্গ — এবার আসুন শিক্ষা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি। মর জগতে এক মানুষ যখন অপর মানুষকে শিক্ষা দেন তো নিজের যোগ্যতা হিসাবে। সীমা বদ্ধ শিক্ষা গত যোগ্যতায় শিক্ষিত মানুষের শিক্ষায় ঐতিহাসিক, দার্শনিক মহা বিদ্বান হওয়া সম্ভব। তাহলে যাঁহাকে স্বয়ং অসীম আল্লাহু তায়ালা নিজের যোগ্যতা হিসাবে শিক্ষা দিয়াছেন তিনি কত বড় ঐতিহাসিক ,দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং মহা বিদ্বান হইতে পারেন ? বিশ্ব রাসুল বলিতেছেন - " আল্লাহু ইউতি ওয়া আনা কাশেমুন " অর্থাৎ — আল্লাহু তায়ালা শিক্ষা জ্ঞান দান কারী এবং আমি সারা বিশ্বে শিক্ষা জ্ঞান বন্টনকারী। পবিত্র হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমানীত হইল যে, সারা বিশ্ব বাসির জ্ঞান গরিমা শিক্ষা দীক্ষা যাবতীয় আল্লাহু তায়ালার প্রদত্ত। যার করুনার কটাক্ষ চাহনিতে বিশ্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শনের অতল সমুদ্র উথলাইয়া ওঠে। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা , জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইতিহাস ও দর্শন গভীর ! অনির্বচনীয় বিবেকবান পাঠক নিজেই ফায়সালা করুন। বিশ্ব রাসুল নিজেই বলিলেতেছেন " আনা মাদিনা তুল ইলমে



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অ- আলিউম বাবোহা '' অর্থাৎ — আমি জ্ঞানের শহর এবং হজরত আলি সেই শহরের দরজা। জানা গেল দরজা চেয়ে শহর আকারে ওপ্রকারে সীমার অনেক বৃহৎ। এখন আসুন অল্প সময়ে হজরত আলি মোর্ত্তজার জ্ঞান ও গরিমার আলোচনা করি। উনি নিজেই বলেন — আমি সম্পুর্ণ ক্বোরাণ শরীফ নয় কেবল বিসমিল্লাহ শরীফের (বে) অক্ষরের যদি ব্যাখ্যা করি, তাহলে সত্তরটি উটের বোঝা - বোঝা পুস্তক তৈয়ার হইবে। সুবহান আল্লাহ। যদি জ্ঞান শহরের দরজার এই গভীরতা হয়, তাহলে- জ্ঞান শহরের গভীরতা কত হইবে ? হজরত ওহাব ইবনে খোনাব্বাহ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বর্ণনা করিতেছেন যে, আমি একাত্তরটি (৭১) কিতাবের মধ্যে পড়িয়াছি , পৃথিবীর জন্ম দিবস হইতে মহা প্রলয়ের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত যাবতীয় মানবের জ্ঞান ও শিক্ষার তুলনা বিশ্ব নবির জ্ঞান ও শিক্ষার সম্মুখে যেমন মরু ভূমির এক বালু কনিকা। এই পবিত্র হাদিস শরীফটি হজরত নঈম লিখিয়াছেন- যিনি ইমাম বোখারীরও গুরু ছিলেন। এবং সু-বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস হজরত ইবনে আসাফির ও বয়ান করিয়াছেন। সুবহান আল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা সেই মহান দাতা ও দয়াবান পরম করুনা ময়ের, যিনি নিজের হাবীবকে অসীম শিক্ষা ও জ্ঞান দান করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা সু- প্রকট ভাবে জানা গেল যে, বিশ্ব নবীর জ্ঞান ও শিক্ষা সীমাবদ্ধ মাপ কাঠি দিয়া বিচার করা যায়না। আজ কোথায় তাহারা ? যাহারা সসীম হইয়া রাসুলের অসীম শিক্ষাকে মাপিতে যাইয়া অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছে পাঠক বর্গ — এবার আসুন বিশ্ব নবীর পূর্ণতা সম্পর্কে একটু



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আলোচনা করি। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি ভালবাসার সর্বোত্তম একমাত্র অধিকারী তিনি যিনি তিন গুনে গুনান্বিত। এক কথায় সর্বাঙ্গীন সুন্দর। যাক দুই গুন অর্থাৎ — সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা গত যোগ্যতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। এখন পূর্ণতার আলোচনায় আসি। একদা বিশ্ব মুসলিম জননী হজরত আয়েষা সিদ্দিক্বা (রাদি আল্লাহু আনহা) কে সাহাবায়ে কেরামগন জিঙ্গাসা করিলেন যে, বিশ্ব রাসুলের আদর্শ কি ? পরম গুনান্বিতা সহ ধর্মীনি এক কথায় উত্তর দিলেন অর্থাৎ — বিশ্ব নবীর আদর্শ পবিত্র ক্বোরাণ মোতাবিক। সুতরাং - বোঝা গেল ক্বোরাণ মোতাবিক আদর্শ যাঁর বিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা হয়না তাঁর। আল ক্বোরাণ ঘোষনা করিয়াছে অর্থাৎ — বাস্তব সত্য যে, হে রাসুল আপনি সব আদর্শের উপরে।সুবহান আল্লাহ- পবিত্র ক্বোরানের অপূর্ব ভাষণে স্পষ্ট জানা গেল যে আদর্শের সহিত হইলে আদর্শবান। কিন্তু যিনি বিরাট আদর্শের উপরে , তিনি সর্ব আদর্শ বানের উচ্চস্তরে। এতক্ষন যাহা কিছু বিশ্ব নবীর আদর্শ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইল, তাহার বিশ্লেষন করা যাক। আদর্শের এক বিরাট অঙ্গ হইলো ক্ষমা ও ধৈর্য্য শীলতা।

## — : বিশ্ব নবির ক্ষমা ও ধৈর্য্য শীলতা : —

দালায়েলুন্নুবুওয়াত ও জুরকানি গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে একটি হাদিস শরীফ, হজরত জায়েদ ইবনে সোনা যিনি ইসলাম গ্রহনের পূর্বে ইহুদি জাতির এক বিশ্বস্থ আলেম ছিলেন। উনি বিশ্ব রাসুলের নিকট খর্জুর ক্রয় করিয়া ছিলেন। ক্রয় বিক্রয়ের ধার্য্য দিনে দুই একদিন বাকি ছিল। কিন্তু উনি বিশ্ব রাসুলকে এক সভায় ধৃষ্টতার সহিত খর্জুরের তাগাদা করিলেন



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এবং হুজুরের চাদর মোবারক ও আঁচল শরীফকে সজোরে টানিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) আব্দুল মোত্তালিবের সন্তান দিগের এই নিয়ম যে অপরের কর্ত্তব্য পালনে সদাই শিথিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত প্রবর ধার্মিক ও নির্ভীক হজরত উমার ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) তেজ দৃপ্ত দৃষ্টিতে বার বার দেখিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন হে আল্লাহু তায়ালার শত্রু বিশ্ব রাসুলের প্রতি এই দুর্ব্যবহার ! কসম খোদার বিশ্ব রাসুলের অসম্মান না হইলে এখনই তোর শিরচ্ছেদ করিয়া দিতাম। এই কথা শুনিয়া বিশ্ব রাসুল বলিলেন , হে উমার ! একি বলিতেছো ? তোমার উচিত ছিল যে, আমাকে কর্ত্তব্য আদায়ে চেতনা এবং তাকে তাগাদায় সান্তনার পরামর্শ দানে আমাদেরকে সাহায্য করা। তার পর রাসুলে আরাবি হজরত উমরকে আদেশ করিলেন তাহাকে সমুচিত প্রাপ্য খর্জুর দিয়ে দাও এবং কিছু বেশি দিয়ে দাও। এই আদেশ পাইবা মাত্র হজরত উমার যখন তাহাকে তার প্রাপ্যের অধিক খর্জুর দিয়ে দিলেন তখন হজরত জায়েদ ইবনে সোনা হজরত উমারকে বলিতে লাগিলেন, হে উমার তুমি প্রাপ্যের উর্দ্ধে খর্জুর কেন দিলে ? হজরত উমার উত্তরে বলিলেন এর কারন আমি তোমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলাম। তাই তোমার মন সন্তুষ্টির জন্য প্রাপ্যের উর্দ্ধেখর্জুর দেওয়ার আদিষ্ট হইলাম। ইহা শুনিয়া হজরত জায়েদ ইবনে সোনা বলিলেন , আমাকে চেন ? আমি জায়েদ ইবনে সোনা। হজরত উমার ফারুক বলিলেন, তুমি কি সেই জায়েদ ইবনে সোনা যিনি ইহুদি জাতির ধর্ম শাস্ত্রের মহা বিদ্বান? উত্তর দিলেন জি হ্যাঁ। তৎপর



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

হজরত উমার বলিলেন, তাহলে দয়ার ভান্ডার করুনার আধার নবী মোস্তাফার সঙ্গে এই ধৃষ্টতা ও বর্বতা কেন করিলে? হজরত জায়েদ ইবনে সোনা উত্তরে বলিলেন, হে উমার মূল কারন এই যে, আমি আমাদের মহা গ্রন্থ পবিত্র তাওরাতে পৃথিবীর পরিচিতি নিদর্শন যাহা পড়িয়া ছিলাম তাহা আপনার পবিত্র দেহের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে পাইলাম। কিন্তু দুটো নিদর্শন এমনই যাহা পরিক্ষা মূলক। এক তাঁহার ধৈর্য্য শীলতা দ্বিতীয় তাঁর সঙ্গে যতই নিকৃষ্ট ব্যাবহার করা হউক না কেন তিনি ধৈর্য্য ধারনের চরম শিখার আরোহী। তাই আমি এই ভঙ্গিতে জানিয়া নিলাম এবং আমি সর্বান্ত করনে সাক্ষ দিতেছি যে, ইনিই শেষ পয়গম্বর।

হে ওমর আমি বড় ধনবান আমি আমার ধন সম্পদের অর্দ্ধেক বিশ্ব রাসুলের উন্মতের জন্য দান করিলাম। এই বলিয়া তিনি নবীর গোচরে আসিয়া কলেমা পাঠ করিলেন, এবং সাহাবীদের দরজা প্রাপ্ত হইলেন। (দালা য়েলুন্নুবুয়ত প্রথম খণ্ড ৬৬ পৃষ্টা। জুরকানি ৪র্থ খণ্ড ২৫৩ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা নবীর ধৈর্য্যশীলতা হিমালয় পর্বত হইতেও উন্নত। তাহা পূর্ণ চন্দ্রের চেয়েও পরিস্কার। যাঁর ধৈর্য্য গুন এই রূপ তিনিই তো বিশ্ব বরেন্নৎ হওয়ার অধিকারী। সাহাবি হজরত জুবাইর ইবনে মুতাইম বলেন যে, হোনায়েনের সংগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন কালীন গ্রামাঞ্চলের গেঁয়ো ব্যাক্তিরা আসিয়া কিছু সম্পদ চাইল তাহাকে আঁকুড়ে ধরে। তিনি পিছনে যাইতে যাইতে এক বাবলা বৃক্ষ পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এমন সময় এক ব্যাক্তি আসিয়া তাঁহার পবিত্র গাত্রাবরণ কাড়িয়া লইল। দয়ার সিন্ধু দীন বন্ধু রাসুল বলিলেন তোমরা আমার চাদর খানি দাও। আমার নিবিড়



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

কানন সম চতুস্পদ হইলেও (উষ্ট, ছাগল) তোমাদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম তার মধ্যে আমাকে না কৃপন পাইবে না মিথ্যা বান্দা না কাপুরুষ। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ৪৪৬ পৃষ্ঠা বোখারী শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায় চরম স্নেহের সাহাবী হজরত আনাস হইতে বর্ণিত রয়েছে উনি বলেন একদা আমি বিশ্ব রাসুলের সহিত যাইতে ছিলাম হুজুরের পবিত্র দেহের উপর নাসরান দেশের মোটা কিনারার একখানি চাদর ছিল। এক গেঁয়ো ব্যাক্তি আসিয়া মুড়ি দিয়ে সজোরে টান দিতেই বিশ্বনবীর পবিত্র স্কন্ধ দেশের চাদর খানির দাগ পড়িল। আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম তার পর সে গেঁয়ো ব্যাক্তি ধৃষ্ঠতার সহিত বলিল আপনার নিকট যাহা আল্লাহ তায়ালার ধন আছে আমাকে দেওয়ার আদেশ করুন। বিশ্ব প্রেমিক রাসুল আদেশ করিলেন। বাহরে দয়ার ভাণ্ডার করুনার আধার। এমনই ক্ষমা সিন্ধু, অতল পারাপার, এই রূপ উদার না হইলে সমগ্র পাপী তাপী উদ্ধার কর্তা হওয়া কি সম্ভব? পাঠক! আসুন আদর্শের অপর একটি দিক বিনয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি। বিশ্বনবীর আন্যান্য দিকের মত বিনয় দিক অপূর্ব। আল্লাহ তায়ালা নিজের হাবিবকে এই অধিকার দিলেন যে, আপনি ইচ্ছা করিলে বিশ্ব সম্রাট সম জীবন যাপন করিতে পারেন। অথবা একজন সাধারন মানুষের ন্যায় বিশ্ব রাসুল সাধারন ব্যাক্তির ন্যায় জীবন যাপন করা পছন্দ করিলেন। ধন্য তাঁহার ত্যাগ। ছোট হইয়া ক্রমান্বয়ে বড় হওয়া এটা কোন কৃতিত্ব নয়। কিন্তু বাদশাহ হইয়া ফকিরী দরিদ্র পছন্দ করা একটা মহান কীর্তি পূর্ণ ব্যাক্তিরই মহৎ আদর্শ বটে। যাহা একমাত্র বিশ্বনবীর ভাগ্যে



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রতিফলিত হইয়াছে। কারন তিনি ছিলেন যেমন সম্প্রাট সমুহের জ্বলন্ত উদাহরণ তেমনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের গরীবের আদর্শ কেন্দ্র। তিনি যে রূপ ছিলেন যোদ্ধাগনের ঐতিহ্য প্রতীক তদ্রুপ ছিলেন দুঃস্থ ব্যক্তিদের সহায় সম্বল বিশ্বের রাসুল যখন বাদশাহী জীবন যাপন ছাড়িয়া দরিদ্রতা পছন্দ করেন তখন সংহার সঙ্কেত শিঙ্গাধারী স্বর্গদূত হজরত ইস্রাফিল আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়া উঠিলেন, ধন্য আপনাকে এবং আপনার উদার তাকে সমগ্র আদর্শ সন্তানের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠতম। সর্বানুপম মহাপ্রলয়ের দিনে সর্বাগ্রে পবিত্র সমাধি হইতে উঠিবেন এবং শাফায়াতের তাজ আপনার পবিত্র শিরো পরি শোভিত হইবে। জুরকানি ৪র্থ খণ্ড ২৬২ পৃঃ শেফা শরীফ প্রথম খণ্ড ৮৬ পৃঃ বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আবু উমলা হইতে বর্ণিত আছে যে একদা বিশ্বরাসুল সৃষ্টি সহায্যে আমাদের মধ্যে আসিতেই আমরা তাঁর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইলাম। হুজুর বিনয় চিত্তে বলিলেন, দাঁড়িয়ে থেকনা যেমন আযমী ব্যাক্তি এক অপরের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকে, আমিতো আল্লাহ তায়ালার এক আজ্ঞা বহ। আমি আজ্ঞা বহের মত খাই উঠি বসি। উপরোক্ত হাদিস শরীফে বিশ্ব নবীর অপূর্ব বিনয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং পরিস্কার জানাগেল যে বিশ্ব রাসুলের সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া সাহাবা বর্গের চিরাচরিত প্রথা তাই বিনা বলায় রাসুলের আগমনের সময় দাঁড়াইলেন। অর্থাৎঃ কিয়ামকরিলেন! বিশ্বনবী নিষেধ করিলেন তার দুইটি কারন এক তাঁর বিনয়। দ্বিতীয় আযমীর মত দাঁড়ানো দ্বিতীয় বাক্যটি বুঝার জন্য উদাহরন যেমন যদি বলা হয় তোমরা



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

কাফিরের মত পানি পান করিও না তার মানে এই নয় যে পানি পান করা নিষেধ, হ্যাঁ পানি পান কর কিন্তু নবীর সুন্নাৎ অনুযায়ী। তদ্রুপ দাঁড়াও সাহাবীর মত আযমীর মত নয়। এখন প্রশ্ন আযমীরা কিভাবে দাঁড়াতো যাহা নবী নিষেধ করলেন আযমীরা বাদশা বা নেতা গনের সামনে সভায় আসিলে অধিনস্থ ব্যক্তিরা বক্ষে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইতো তাই নবী সে রূপ দাঁড়াইতে নিষেধ করেছেন। আজ কোথায় তারা যারা নিজেকে দেওবন্দী ওহাবী বলিয়া গর্ব করিতেছে? কিয়াম করা বিদায়াত বলিতেছে। দলিল উক্ত হাদিস শরীফ কিন্তু তারা কি কখনও চিন্তা করিয়াছে? যে কোন সম্মানিত ব্যাক্তি আমন্ত্রিত হইয়া আসিলে তাঁর সম্মানার্থে হস্ত পদ ধৌতের পানি, বসার আসন, চেয়ার বা বেঞ্চ, খাবার বস্তু ইত্যাদির ব্যাবস্থা করিতে হয়। সে সময় মেহমান যদি মেজবান কে বিনয়ের সহিত বলেন, এসব করিতে হইবে না, তাহলে দেওবন্দী অর্থে বিনা সেবা য়, সেবা বিদায়াত জানিয়া করা যুক্তি সংগত হইবে? না অযৌক্তিক? পাঠক সে বিচার করিবেন। আসুন ক্বিয়ামের পূর্ণ দলিল মেশকাত শরীফের ৪০৩ চারশত তিন পৃঃ এক পবিত্র হাদিস শুনাই, হজরত আবু হোরাইরা হইতে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বনবী আমাদের সহিত মসজিদে বসিতেন। এবং ধর্মের অমিয় বানী শুনাইতেন। যখন তিনি মজলিস ভঙ্গ করিয়া উঠিতেন আমরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া রহিতাম। যে পর্যন্ত না তিনি নিজ পরিবার বর্গের মধ্যে কোন পরিবার গৃহে প্রবেশ না করিতেন। সুস্পষ্ট জানাগেল, যে বিশ্বনবীর সম্মানার্থে কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়ান সাহাবা বর্গের চিরাচরিত প্রথা।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

কিন্তু কি করি! কতক জ্ঞানান্ধকে লইয়া দ্বিপ্রহরে তেজস্বী সূর্যের আলো অবিশ্বাসী বাদুড়ের ন্যায়। যেমন বাদুড় এক ছু ছন্দর সূর্যের ন্যায় সূর্যের আলো সহ্য করিতে না পারিয়া সূর্যের পূর্ণ তাকে অবিশ্বাস করে তদ্রুপ জ্ঞানান্ধ মানুষ রূপী বাদুড়ের দল। বিশ্বপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আশিকে রাসুল আরিফ বিল্লাহ হজরত আল্লামা সেখ সাদী শিরাজী লিখিয়াছেন সু প্রসিদ্ধ গুলিস্তার মধ্যে যে, যদি বাদুড় দিবসে সূর্যের আলোকে দেখার শক্তি না রাখে তাহলে সূর্য আলোকের কি দোষ হইতে পারে?

## বিশ্বনবীর পরিবার বর্গ ও পতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার

পরিবার বর্গ ও প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার আদর্শ বৃক্ষের এক জ্বাজল্যমান শাখা। আম্বিয়াকুল শিরোমনি হজরত আহমাদ মোখতার স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সরদার বিশ্বরাসুলের আত্মীয় অনাত্মীয় আপন স্বজন পর-ও অপরের সহিত এমনই সুন্দর ব্যবহার ছিল যে সকলেই তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট ছিলেন। চরম সেবক হজরত আনাস (রাদি আল্লাহু আনহু) যিনি দশ বৎসর ব্যাপি রাসুলের জীবনে শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরনে বিচারে গহনে কাননে বিজনে সর্বত্রে সর্বক্ষনে সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। উনি বলেন আমি বিশ্বনবীর সেবায় দশ বৎসর নিযুক্ত থাকা কালীন কোন সময় আমাকে কটুক্তি বলেন নাই। অসন্তুষ্ট হন নাই। কোন কাজে এ কেন করিলে ও কেন করিলে না একথাও বলিতে শুনিনাই। জুরক্বানি ৪র্থ খণ্ড ২৬৬ পৃঃ ধন্য নবীর ধন্য ব্যবহারে যাহাতে বঞ্চিত হয়নি। আত্মীয় স্বজন ও অনাত্মীয়। এহেন নবীর উপর অহরহ সদা সর্বদা শান্তি বর্ষিত হউক। করুনা আল্লাহ



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তায়ালার। এবং দরুদ আমারও আপনার (আল্লাহুম্মা আমিন)।

—ঃ বিশ্বনবীর পিতা মাতার সহিত অপূর্ব ব্যবহার ঃ—

বিশিষ্ট সাহাবী হজর আমর ইবনে সায়েব বলেন একদা আমি রসুল সেবায় উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তাঁর পালক পিতা অর্থাৎ মা হালিমার স্বামী আসিলেন। আসিতেই হুজুর (**সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম**) নিজের এক খানি বস্ত্রের এক ধার বিছাইয়া দিলেন। উনি তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। তারপর স্বয়ং হজরত মা হালিমা আসিলেন, তো বিশ্বনবী বস্ত্রের অপর ধার বিছাইয়া দিলেন। এবং দুধ শরীক ভাইগন আসিলেন। উনি বড়ই সম্মানের সহিত সম্মুখে বসাইলেন। হজরত সুয়াইবা পরম ভাগ্য বতী যিনি বাল্য অবস্থায় রাসুলে মাকবুলকে দুধপান করিয়েছেন চিরশত্রু কাফির আবুলাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁহার সর্বদা তত্ত্বা বধান করিতেন এবং অন্ন বস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন। (শেফাশরীফ প্রথম খণ্ড ৭৫ পৃঃ) আহাঃ পাঠকবর্গ পিতামাতা ও ভ্রাতার সহিত কি অপূর্ব উদার ব্যবহার। হায়, যে নবী পালক পিতা মাতা ও ভ্রাতার সহিত উদরতা পূর্ন ব্যবহার দেখাইলেন। যদি নিজের পিতামাতা এবং ভ্রাতার সহিত ব্যবহারের সুযোগ পাইতেন তাহলে আমার মনে হয় স্বর্গ উদ্যানের অপূর্ব শোভা পরিদর্শিত হইত। আজ কি শিক্ষিত অশিক্ষিত সভ্যগন অধিকাংশ মাতা পিতার সহিত অসৎ ব্যবহারে লিপ্ত। নিজের বস্ত্রতো দুরের কথা ছেঁড়া বস্ত্রখানি পিতামাতার চরণ তলে বিছাইবার পক্ষপাতী নয়। এরূপ সভ্য রুপী অসভ্যগন বিশ্বনবীর এই চরম আদর্শ পাইয়াও কত দিন অজ্ঞতার



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তন্দ্রায় পড়িয়া থাকিবে? যাক, এখন বিশ্ব কাণ্ডারী রাসুলের অঙ্গীকার পূরণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। যাহা চরম আদর্শের এক পরম অঙ্গ।

—ঃ বিশ্বনবীর অঙ্গীকার পূর্ণতা ঃ—

স্নেহের সাহাবী হজরত আবুল খামসা বলেন নবুয়ত পদে উপবিষ্ট হইবার পূর্বে আমি হুজুরের নিকট হইতে কোন বস্তু ক্রয় করিয়াছিলাম তার দরুন কিছু অর্থ আমার দায়িত্বে রহিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি আপনাকে অর্থ আনিয়া দিতেছি। কিন্তু আমি বাড়ী আসিয়া ভুলিয়া গেলাম। তিন দিন পর স্বরন আসায় আমি গিয়া দেখিলাম, হুজুর উক্ত স্থানে আমার অপেক্ষা করিতে ছেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট না হইয়া স্নেহের সহিত মৃদু ভাবে বলিলেন, কি যুবক? আমায় কষ্টে রাখিয়া গেলে। আমি অঙ্গীকার মোতাবেক তিনদিন হইতে এখানেই অপেক্ষা করিতেছি। ধন্য তাঁহার ধৈর্য্য ধারনে এবং অঙ্গীকারপূরনে। (শেফা শরীক প্রথম খণ্ড ৭২ পৃঃ) সাধারন মানুষ দ্বারা যাহা অসম্ভব তাহা তাঁহার দ্বারাই সম্ভব। এটা তাঁহার মহামানবতার পরিচায়ক।

—ঃ বিশ্বনবীর সুবিচার ঃ—

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র রাসুল বিশ্বজগতে সর্বোত্তম বিশ্বাসী এবং সর্বোৎকৃষ্ট সুবিচারী। এটা বাস্তব সত্য যে হিতাকাঙ্খী ও হিতোসী প্রশংসা করিলে সেটা কোন কৃতিত্ব নয়। কারন বহু ক্ষেত্রে সেগুন মানুষের না থাকিলেও আত্মীয় স্বজন সেইগুনে তাহাকে গুনান্বিত করিতে থাকে। কিন্তু শত্রু তাহা করে না আসল গুনও লুকাইয়া রাখে। কিন্তু ধন্য নবীর সুবিচারে যে তাঁহার



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

পরম চরম শত্রু গনও তাহাকে নবুয়ত পদে উপবিষ্ট হওয়ার পূর্বে সত্যবাদি মহাপুরুষ এবং চরম বিশ্বাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। হজরত রাবি ইবনে খাইসুম বলেন যে মক্কা বাসি নিজেদের নালিশ অর্থাৎ বিচার হুজুরের নিকট লইয়া যাইত। এবং তাঁর ফায়সালাকে শিরোধার্য্য করিয়া গর্ব করিয়া বলিত চরম বিশ্বাসী বিশ্ব নবী ফায়াসালা করিয়াছেন। অতএব ইহাতে দ্বিধার কোন কারন নাই। বিশ্বনবী কিরূপ উচ্চস্তরের সুবিচারক ছিলেন তাহার বৃত্তান্ত প্রমান বোখারী শরীফের এক বৃহৎ হাদিস দ্বারা সু প্রকটিত। কুরায়েশ গোত্রের বানি মাখজুম গোষ্টির এক মহিলা চুরি করিয়াছিল। ইসলাম ধর্মে চোরের দণ্ড সর্ব প্রথম তার ডান হস্ত কব্জি পর্যন্ত কাটিয়া লওয়া, কুরায়েশ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চিন্তায় নিমগ্নহইলেন। কারন তাহাদের গোত্রের এক নারীর চুরি অপরাধে হস্ত কাটিয়া লইলে চির দিনের জন্য এক বিরাট কলঙ্ক, যাহা কোন দিনই মিটাই বার নয়। এবং সমগ্র আরব ভূমিতে তাহারা নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইবে। এই জন্য তাহারা কয়েকজন মিলিয়া মনস্থ করিল যে, এমন একজন সুপারিশ কারি পাঠাইয়া দেওয়া যাক। বিশ্বনবীর দরবারে যাহার সুপারিশ অব্যর্থ হয়। তাই হজরত উসামাকে প্রস্তুত করিল। হজরত উসামা বিশ্বনবীর চরম স্নেহের পাত্র ছিলেন, উনি কুরায়েশদের বার বার আবেদনে হুজুরের নিকট সুপারিশ করিলেন। ফলেই বিশ্বনবীর মুখ মণ্ডল বিসন্ন হইয়া গেল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন। হে উসামা আল্লাহ তায়ালার নিদ্ধারিত দণ্ড বিধানের বিরুদ্ধে তুমি সুপারিশ করিতেছে। এই বলিয়া দাড়াইয়া এক অপূর্ব ভাষণ



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দিলেন যাহা এইরূপ হে মানব জাতি তোমা দিগের পূর্ব বর্ত্তীগন ধনী ব্যক্তি চুরি করিলে ছাড়িয়া দিত। এবং গরীবের প্রতি দণ্ড বিধান করিত। তাহার কারনে তাহারা পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে কসম খোদার যদি আমার মেয়ে ফাতেমা চুরি করিত তাহা হইলে আমি তাহার হস্ত কাটিয়া লইতাম। ধন্য আপনাকে হেসারা বিশ্বের রাসুল। সর্ব করুনার উৎসমূল এবং ধন্য আপনার সুবিচার। পাঠক আসুন এই বার বিশ্ব রাসুলের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বহু ঘটনার মধ্যে কয়েকটি মাত্র ঘটনা শুনাই। হজরত আবু হোরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাবুকের যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাগনের খাদ্য দ্রব্য শেষ হইয়া যাওয়ার কারনেই ক্ষুধার যাতনায় নিজেদের বাহন জবেহ করিবার মানসে রাসুলের নিকটে জ্ঞাপন করিলেন। হুজুর তাহাতে অনুমতি দান করিলেন। কিন্তু হজরত উমর বলিলেন, হে আল্লাহ তায়ালার রাসুল! আপনি সাহাবা বর্গকে তাদের খাদ্য দ্রব্যের অবশিষ্ট যাহা কিছু রহিয়াছে একত্রিত করিবার আদেশ দান করুন। তার পর উক্তদ্রব্যাদি উপরে তাদের জন্য বিশ্ব স্রষ্টার সমীপে বরকতের দোওয়া করুন। বিশ্বনবী তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। এবং দস্তরখানা বিছাইয়া তাহার উপরে খাদ্যের অবশিষ্ট গুলি উপস্থিত করিবার আদেশ দিলেন। আদেশ পাইবা মাত্র মুসলিম যোদ্ধাগন কেউ এক মুষ্টি ভুট্টা কেউ এক মুষ্টি খেজুর কেউ খর্জুর টুকরা ইত্যাদি একত্রিত করিলেন। তার পর বিশ্বনবী হস্ত উঠাইয়া বরকতের দোওয়া করিয়া বলিলেন, তোমরা নিজ নিজ থলিতে ভরিয়া লও। সকলেই নিজ নিজ থলিতে ভরিয়া লইলেন এবং খাইয়া



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উদর তৃপ্ত করিলেন। তাহাতে কেহই বাকী রহিলেন না। উপরন্ত কিছু খাদ্য দ্রব্য রহিয়া গেল, মুসলিম যোদ্ধাগনের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল। সোবহান আল্লাহ। কি তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা। পরক্ষনে বিশ্বনবী বলিলেন যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সাক্ষ্যদিবে যে আল্লাহ ব্যাতিরেকে কেউ উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহ প্রেরিত তাঁর রাসুল। তাহা হইলে স্বর্গ বাসি হইবেন। মিশকাত শরীফ পৃঃ ৫৩৮। পাঠক— উপরোক্ত হাদিসে যেন স্মরন থাকে যে বিশ্বনবী এক মুষ্টি খাবারের সম্মুখে পবিত্র হাত উঠাইয়া দোওয়া করিয়াছেন এটি কি খাবার সম্মুখে রাখিয়া ফাতেহা পাঠ করিবার পূর্ণদলীল নয়? স্নেহের সাহাবী হজরত আনাস হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, বিশ্বনবীর শুভবিবাহ যখন হজরত জয় নাবের সহিত সম্পন্ন হয় তখন হজরত আনাসের মাতা হজরত উম্মে সুলাইম খর্জুর, পনির এবং ঘি একত্রে মিলাইয়া মালিদা তৈরী করিলেন। তাহা অতি অল্প। তার পর তাহা সযত্নে এক পাত্রে রাখিয়া হজরত আনাস কে বলিলেন। এই হাদিয়া বিশ্বরাসুলের নিকট লইয়া যাও। সবাগ্রে শ্রদ্ধাপূর্ণ আমার সালাম জানাইবে। তারপর বলিবে, হে রাসুল এই অতি অল্প মালিদা আপনার অলিমার জন্য আম্মা পাঠিয়েছেন। আপনি সাদরে গ্রহন করুন। হুজুর এ ভক্তের অতি অল্প ভক্তি সামগ্রী সাদরে গ্রহন করিলেন এবং বলিলেন রাখো। তারপর যাও অমুক অমুককে এবং যাহাকে পাও ডাকিয়া লইয়া আন। আমি তাহাই করিলাম। ঘরে ফিরিয়া দেখি, ঘর ভর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। হজরত আনাস বলেন, আমন্ত্রিত আগন্তুক গনের সংখ্যা তিন



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

শত হইবে। হুজুর মালিদার মধ্যে হস্ত রাখিয়া কিছু পড়িলেন এবং দশজন করিয়া ডাকিলেন। বলিলেন, আল্লাহ পাকের নাম পাঠ করিয়া যেন প্রত্যেকেই খাইতে থাকে। সকলে উদর তৃপ্ত করিয়া খাইলেন। তার পর অবশিষ্ট আমাকে উঠাইবার আদেশ করিলেন। আমি উঠাইয়া চিন্তা করিলাম যাহা পূর্বে আনিয়াছিলাম, তাহাই বেশি না পরে ফেরৎ লইয়া জাইতেছি তাহাই বেশি। সুব হানাল্লাহ ধন্য নবীর অলৌকিক ক্ষমতায় মুষ্ঠিভর খাবার পর্বত সম হইয়া গেল। (মিশকাত শরীফ পৃঃ ৫৩৮)। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে আমি অন্ন কষ্টে জর্জরিত ছিলাম। অতএব বিশ্বনবীর সমীপে মাত্র একুশটি খর্জুর আনিয়া আবেদন রাখিলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ ইহাতে আপানি বরকতের দোওয়া করিয়া দেন। হুজুর খর্জুর গুলিকে একত্রিত করিয়া তাহাতে আমার জন্য দোওয়া করিলেন এবং বলিলেন নাও নিজের খাদ্য দ্রব্যের থলিতে রাখিয়া দাও। যখন তুমি থলি হইতে বাহির করিবে, তো হাত ভরিয়া ছিটাইয়া দিবে না। আমি তাহার মধ্য হইতে কয়েক মন খোদার রাস্তায়ও খয়রাত করিয়া ছিলাম। এবং খাইতে থাকিলাম। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, হজরত উসমান রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদাত দিবসে আমার সেই করুনা পূর্ণ ডোহুরা হারাইয়া গিয়াছিল। পাঠক চিন্তা কিরায়াছেন কি? মাত্র একুশটি খর্জুর কয়েকমন দান করার পর ২৮ বৎসর খাইতে থাকিলেন। এবং খাওয়াইতে থাকিলেন যাহা সীমিত নয়। আল হামদু লিল্লাহ একি সাধারন মানুষের দ্বারা সম্ভব? (মিশকাত শরীফ ৬৪২)।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

## —ঃ বিশ্বনবীর বৃক্ষোপরি অলৌকিক ক্ষমতা ঃ—

হজরত জাবের রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, যে বিশ্বনবী যখন ভাষন রাখিতেন তো এক শুকনো খেজুর বৃক্ষে পবিত্র দেহ লাগাইয়া ভাষন রাখিতেন। তারপর এক বিশিষ্ট সাহাবীয়া নাম তাঁর হজরত আয়েশা আনসারিয়া বিশ্ব নবীর আদেশ লইয়া ঝাউ গাছ বৃক্ষের এক সুমসৃন তিনসিড়ি বিশিষ্ট মিম্বার শরীফ বানাইয়া রাখিলেন এবং বিশ্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই মিম্বার শরীফের উপর উপবিষ্ট হইয়া ভাষন আরম্ভ করিলেন। ফলেই রাসুল বিয়োগে উক্ত খেজুর বৃক্ষ এমনই কাঁদিতে লাগিল যেমন কোন নিগুঢ় প্রেমিক প্রেমিকার বিয়োগে কাঁদিতে থাকে। শুধু ক্রন্দনই নয়, ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তারপর দয়ার আধার করুনার আগার দীন বন্ধু প্রেম সিন্ধু নবীবর মিম্বার শরীফ হইতে অবতরন করিয়া খর্জুর বৃক্ষকে বিজড়িত করিতেই ক্রন্দন থামিয়া গেল। কিন্তু তাহার রেশ রহিয়া গেল যেমন ছোট ছেলের ক্রন্দন পরে হয়। মিস্কাত শরীফ ৫৩৬ পৃঃ) পাঠক এমন অলৌকিক ঘটনা কাহারো দ্বারা সম্ভব হয় নাই। একমাত্র বিশ্বনবীরই দ্বারায় এমন হইয়াছে যিনি আল্লাহু তায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান, তিনি কি সাধারন মানুষ হইতে পারেন? পাঠক তাহার বিচার করিবেন। হজরত আনাস হইতে বর্ণিত, উনি বলেন যে সময় ওহুদের যুদ্ধে বিশ্বনবীর দন্ত মোবারক শহীদ হইয়া গেল, রক্তে রঞ্জিত হইয়া দুঃখিত চিত্তে তিনি বসিয়া গেলেন, এমন সময় ফেরেস্তা কুল শিরোমনি হজরত জিবরিল আমিন আসিয়া আবেদন করিলেন ইয়ারাসুল্লাহ আপনি কি চান



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

যে আমি আপনাকে আশ্চর্য জনক এক অলৌকিক ঘটনা দেখাই? উত্তরে নবীজী বলিলেন, হ্যাঁ। তৎপর বিশ্বনবীর পশ্চাতেএক বৃক্ষ দেখিয়া নিবেদন করিলেন হে আল্লাহু তায়ালার রাসুল আপনি পশ্চাতের বৃক্ষটিকে ডাক দিন। আপনার সম্মুখে আসিবার জন্য। হুজুর ডাকিবামাত্র বৃক্ষটি স্থান ছাড়িয়া হুজুরের সম্মুখে আসিল। তারপর ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিতেই আবার তথায় ফিরিয়া গেল। ফলে হুজুর বলিলেন আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত যে, আরব পল্লীর এক ব্যক্তি বিশ্বনবীর নিকটে আসিয়া আবেদন জানাইল, যে, আমি কি করে বিশ্বাস করি যে আপনি আল্লাহ তায়ালার রাসুল? উত্তরে বিশ্বনবী বলিলেন, যদি আমি সম্মুখের খর্জুর কাঁধি নিজের নিকট ডাকি এবং সে আমার পার্শ্বে চলিয়া আসে তাহা হইলে তুমি আমার উপর ঈমান আনিবে কি? গেঁয়ো লোকটি বলিল নিশ্চয়ই ঈমান আনিব। তৎক্ষনাত রাসুলে আরাবী খর্জুর কাঁধি ডাকিলেন। খর্জুর কাঁধি আদেষ পাইবা মাত্র হুজুরের সম্মুখে আসিল এবং তাঁর আদেশে আবার সেই স্থানে ফিরিয়া গেল। বিশ্বনবীর বৃক্ষোপরি এই অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হইয়া উক্ত ব্যক্তি কালেমা পাঠ করিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করিল। সোবহানাল্লাহ! বিশ্বনবী আল্লাহ প্রদত্ত কি অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

## —ঃ ছড়ি সমুজ্জ্বল প্রদীপ ঃ—

হজরত আনাস বলেন যে, দুইজন সাহাবী হজরত উসায়েদ ইবনে হুজায়ের



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এবং হজরত আব্বাদ ইবনে বিশর অন্ধকার রাত্রিতে বিশ্ব রাসুলের সহিত অনেকক্ষন কথপোকথনে লিপ্ত ছিলেন যখন তাঁহারা নিজ আবাসের দিকে যাইতে লাগিলেন তখন অকস্মাৎ বিশ্ব নবীর দোওয়াতে ছড়ি খানি — আলোদায়ক প্রদীপের ন্যায় হয়ে উঠিল এবং সেই আলোতে দুইজনে চলিতে লালিগেন। কিছুদুর যাওয়ার পর তাঁহাদের রাস্তা এক অপরের বিপরীত হইল। এইবার দুই আলোকের প্রয়োজন। হঠাৎ অন্যের হাতের ছড়িটি আলোকিত হইয়া গলে। যাহার ফলে অন্ধকার রাত্রিতে নির্বিঘ্নে দুইজন সাহাবী নিজ নিজ ঘরে পৌছালেন। মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড ৫৪৪পৃঃ / বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ৫৩৭ পৃঃ

হজরত ইমাম আহমাদ হজরত আবু সাইদ রাদি আল্লাহ আনহু মা অনুরুপ এক হাদিস বর্ণনা করিতেছেন যে, একদা হজরত ক্বাতাদাহ ইব্নে নোমান বিশ্বরাসুল সাল্লাল্লা হো আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সহিত এশার নামাজ আদায় করিলেন। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এমনই সঙ্কটময় সময় যখন উনি নিজ বাসস্থানের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন।

তখন বিশ্ব রাসুল (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অ-সাল্লাম) তাঁর হাতে এক বৃক্ষ শাখা তুলিয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন যে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে নিজ আলয় যাও। এবং জেনে রাখ এবৃক্ষ শাখাটি এমনই আলোদায়ক হইবে যে তোমার পিছনে দশজন এবং আগে দশজন এর আলোকে চলিতে পারিবে। আরও জেনে রাখ তুমি যখন নিজ ঘরে পৌছাবে তখন কৃষ্ণবর্ণের এক বস্তু দেখিবে, দেখিবামাত্র কিন্তু মারিয়া ফেলিবে।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বিশ্বনবীর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল এবং হজরত ক্বাতাদাহ বিশ্বনবীর প্রতিটি আদেশ পালন করিলেন এবং ইহা অলৌকিক ঘটনায় এবং ইলমে গায়েবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে জ্ঞাত হওয়ার পূর্ণ দলিল হইল। আল কালামুল মুবিন পৃঃ ১১৬।

## —ঃ বিশ্বনবীর বরকতে বৃক্ষশাখাতীক্ষ্ণ তরবারি ঃ—

বদরের যুদ্ধে হজরত উকাশা ইবনে মেহফনের তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে হুজুরের নিকট আসিয়া আবেদন করিলেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার তরবারি খানি যুদ্ধে ভাঙ্গিয়া গিয়েছে। একথা শুনিবা মাত্র দয়ার ভাণ্ডার করুনার আগার রাসুল সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম একখানি খর্জুর শাখা হাতে তুলিয়া দিলেন। খর্জুরশাখাটি হাতে আসিবামাত্র মজবুত এক সুতীক্ষ্ণ তরবারি হইয়া গেল। উক্ত তরবারি খানি লইয়া কেবল বদরের যুদ্ধেই নয়, জীবন ভর উনি ইসলামের পক্ষে সংগ্রাম করিতে থাকেন। পরিশেষে হজরত আবুবকর সিদ্দীক এর প্রতি নিধিত্বে উনি পরলোক গমন করেন। অনুরূপ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোহাশ রাদি আল্লাহু আনহুর তরবারি খানি ওহুদের যুদ্ধে ভাঙ্গিয়া গেল। কাজেই উনি বিশ্বরাসুলের পাশে এসে আবেদন করিলেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার তরবারি খানি যুদ্ধে ভাঙ্গিয়া গিয়েছে। কৃপা করিয়া একখানি তরবারি দান করুন। দয়ার আগার রহমতের ভাণ্ডার করুনার সিন্ধু তার হাতে একখানি খর্জুর শাখা তুলিয়া দিলেন। ফলেই শাখাটি তীক্ষ্ণ তরবারি হইয়া গেল যারনাম উরযুন রাখা হইয়াছিল, এবং বহুদিন যাবত যেখানি টিকিয়া ছিল।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অবশেষে খলিফা মোতামিম বিল্লাহ বাইশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেটি ক্রয় করে ছিলেন। হজরত উক্কাসা এর তরবারির নাম ও রাখা হয়েছিল। এই তরবারি দুই খানি বিশ্বনবীর বিরাট অলৌকিক কাণ্ড। (মাদারেযুন্নুবুয়ত দ্বিতীয়খণ্ড ১৩৩ পৃঃ) পাঠক এতক্ষন পর্যন্ত বিশ্বনবীর সর্বাঙ্গীন সুন্দরতা ও পূর্ণ যোগ্যতা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত অতীব শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সংক্ষীপ্ত আলোচনার সম্মুখীন হলেন। তাহা আপনার এবং তথা সারা বিশ্ব মানব জাতির কল্যানের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সেটা কেবল পড়িলেই হইবে না, মনে প্রানে জবানে মানিয়া লইতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে, অন্তর্নিহিত বস্তুর অর্থাৎ মনে প্রানে মানিয়া লওয়ার প্রমান কি ? সেটা এই মুখে প্রকাশ করা, কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কপটতা কি, আত্ম রক্ষা মূল কথা তো মুখে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্তরে তাহার স্থান কতখানি ? এইরূপ কপটতাকে সুস্পষ্ট রূপে জানিবার জন্য শরিয়তের পক্ষ হইতে কষ্টি পাথর রহিয়াছে। সেটা হইল এতায়াতেরাসুল অর্থাৎ বিশ্ব নবীর আজ্ঞা বহতা যাহা ওয়াজিব।

প্রশ্ন কারির প্রশ্ন হইতে পারে বিশ্বনবীর এতায়াত ওয়াজিব, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার এতায়াত কি ? উত্তর ওয়াজিব তবে সেটা ও লিখা উচিত, এর উত্তর পবিত্র কোরআন শরীক উল্লেখিত।

যেমন বলেদিন হে মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভাল বাসিতে চাও তাহলে তোমরা আমার অনুস্বরন ও অনুকরণ কর ফলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ভালো বাসিবেন। এবং তোমাদিগের সমস্থ অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তায়ালা অতিক্ষমাশীল ওদয়াবান।

দ্বিতীয় স্থানে ঘোষনা হচ্ছে — যাহারা রাসুলের আজ্ঞাবহ তাহারা বাস্তবে আল্লাহ তায়ালার আজ্ঞাবহ। তৃতীয় স্থানে ঘোষিত হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আজ্ঞা বহ হয়ে থাক। উপরোক্ত পবিত্র আয়াত সমূহে জানা গেল যে যাহারা বিশ্ব রাসুলের ভক্ত প্রেমাসক্ত ও অনুরাগী, বাস্তবে তাহারা আল্লাহ তায়ালার ভক্ত ও আজ্ঞাবহ। ফলে বিশ্বনবীর এতায়াত সারা বিশ্ব মুসলিম তথা সারা পৃথিবীর মানবজাতির জন্য একান্ত কর্ত্তব্য। বিশ্বনবীর আজ্ঞাবহ গনের নাম - ভক্তকুলের শিরোমনিহজরত আবুবকর সিদ্দীক রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুর আত্মোৎসর্গ। একদা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম পবিত্র কাবা শরীফের দিকে গমন করিলেন এবং দুই রাকায়াত নামাজ পড়িতে লাগিলেন। চির শত্রু আবু জেহেল এ অবস্থায় বিশ্ব রাসুলকে দেখিয়া নিজ সঙ্গীগন সহ তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করিল। ফলে রাসুলে আরাবী জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। এদৃশ্য দেখিয়া হজরত আবুবকর বিশ্বনবীর পার্শ্বে আসিয়া সমস্থ প্রহার নিজ অঙ্গোপরি ধরিয়া নিলেন। ফলেই মুর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং তাঁহাকে পৃষ্ঠোপরি উঠাইয়া তাহার গৃহে রাখিয়া আসিলেন। স্নেহের বশীভূতা মাতা শিয়রে প্রানাধিক সন্তারে সুস্থতার অপেক্ষা করিতে ছিলেন। এহেন সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীক সজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। মাতা স্নেহ ভরা বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস কেমন আছ? তিনি বলিলেন আম্মা, আপনি বলুন আমার বিশ্বনবী কেমন আছেন ? উনি আমা হইতে অনেক বেশী প্রহৃত ও জর্জরিত। যদি উনি ভাল আছেন তাহা হইলে



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

যেনে রাখুন আবুবকর ভালো আছে। আর যদি তিনি অসুস্থ থাকেন, তবে আবুবকর সুস্থতা কোথায়? ধন্য ভক্তের আত্মোৎসর্গে! সারা বিশ্বকে প্রমান করিয়া দেখাইলেন। যে ভক্তি মৌখিক হইলে ফলবতী হইবে না। আন্তবিকতার সহিত তাহা কার্যকরী করিতে হইবে। যখন বিধর্মী গোত্র একত্রিত হইয়া বাতহা নামক স্থানে এক পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত করিল যে, বিধর্মী গন প্রতিগোষ্টি হইতে এক একজন যোদ্ধা লইয়া দলগত ভাবে বিশ্বনবীর গৃহে তাঁহাকে অতর্কিত ভাবে হত্যা করিবে। তাহা হইলে ইস্‌লামের মূল উৎপাটিত হইবে। নচেৎ আমাদের দেব দেবীর মর্যাদা রক্ষা সম্ভব হইবে না। কাজেই তাহারা নিজ সিদ্ধান্ত মোতাবেক অকস্মাৎ একদিন রাত্রে বিশ্ব রাসুলের শয়নগারে ঘিরিয়া লইল, সেই সময় হজরত জিবরিল আসিলেন এবং বলিলেন আপনি এক মুষ্টি কঙ্কর লইয়া আগত অত্যাচারীদের সম্মুখে ছিটাইয়া দিন এবং নির্বিঘ্নে চলিয়া যান। বিশ্ব রাসুল দেখিলেন আমার নিকট বিধর্মীদের ধন আমানৎ স্বরুপ রাখা হইয়াছে তাহা ফেরৎ দেওয়া কি উপায় করি? ভক্ত চুড়ামনি হজরত আলি রাদি আল্লাহু আনহুকে ডাকিলেন এবং সমস্থ ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। হজরত আলি (রাদি আল্লাহু আনহু) তৎক্ষনাৎ হুজুরের পবিত্র বিছানায় শুইয়া পড়িলেন উনি বলেন সে রাত্রি আমার এত ঘুম আসিয়াছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত কারণ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিশ্বরাসুলের বিছানায় আমাকে কেউ হত্যা করিতে পারিবে না। এই হইল ভক্তের ভক্তির পরিচয় হজরত আলি রাদি আল্লাহু আনহুর এই অসাধারণ ভক্তি নিষ্ঠা সারা বিশ্বে চির ভাস্কর হইয়া আছে। হুজুরের কথায় এত বিশ্বাস যে যখন আল্লাহ তায়ালার নবী বলিয়াছেন



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

'তুমি আমার এই বিছানায় শয়ন করিবে এবং সকালে আমানৎ ফেরৎ দেবে'। তখনই জানিয়া লইয়াছেন 'বিশ্ব শক্তি আজ আমার বিরুদ্ধে হইলেও আমাকে মারিতে পারিবে না।' বিশ্বনবী হজরত আলিকে আদেশ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া কঙ্কর মুষ্টি ছড়াইয়া দিলেন। ফলে বিধর্মীগন চোখ কচলাইতে লাগিল এবং অন্ধের ন্যায় হইয়া পড়িল। এই ঘটনা পবিত্র ক্বোর আনে অনুরূপ ঘোষিত হইয়াছে ঃ— অর্থাৎ 'হে রাসুল আপনি যখন কঙ্করমুষ্টি ছুড়েন তখন আপনি ছুড়েননি বরং আল্লাহ তায়ালা ছুড়েছেন।' প্রিয় পাঠক! কি আশ্চর্য জনক রহস্য। চর্মচক্ষু দেখিল বিশ্বরাসুলকে ছুড়িতে কিন্তু পবিত্র কোরআন বলিতেছে 'আল্লাহ তায়ালা ছুড়েছেন।' এতে স্পষ্ট বোঝা গেল যাহা রাসুল করেন সেটাই রব্বুল আলামিনের মনোনীত। তারপর সেখান হইতে বিশ্বনবী আবু বককের গৃহদ্বারে আসিয়া কপাটে থাবা মারিলেন। আওয়াজ শুনিতেই ভক্তপ্রবর সামনে আসিলেন এবং তাঁহাকে সমস্থ বৃতান্ত বলিলেন। তৎক্ষনাৎ হজরত আবুবকর সিদ্দীক বিশ্বনবীর সহিত চলিলেন।

মক্কায় অবস্থিত যাওর পর্বত গুহার নিকট যাইয়া দেখিলেন, পর্বতগুহা অপরিস্কার এবং ভয়াবহ। তাই হজরত আবুবকর সিদ্দীক বিশ্বনবীকে বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত করিলেন। ছোট বড় ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু একটি ছিদ্র রহিয়া গেলো। সেই ছিদ্রে নিজের পা রাখিলেন এবং বিশ্বনবীকে ভিতরে ডাকিলেন। বিশ্বনবী ভিতরে যাইয়া আবুবকরের জানুতে পবিত্র মস্তক রাখিয়া আরাম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আবুবকর সিদ্দীকের



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

গোড়ালী রাখা গর্ত হইতে এক সর্প যে বহুদিন ধরিয়া বিশ্বরাসুল - দর্শন - আশায় অবস্থান করিতেছিলো, সে বাহির হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলো যে, 'গর্তদ্বার খুলিয়া দিন।' কিন্তু সিদ্দিক আবুবকর গর্তদ্বার খুলিলেন না কারণ এই আশঙ্কায় যে, পরে বিশ্বরাসুলকে কষ্ট না দেয়। ফলে বিষধর সর্প তাঁহার পায়ে দংশন করিলো। বিষের জ্বালায় আবুবকর সিদ্দীক জর্জরিত হইলেন, কিন্তু 'আহ' শব্দও করিলেন না। কারণ বিশ্বনবী পরিশেষে কষ্ট না পান এই জন্য। কিন্তু গুপ্ত ও ব্যক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা মৃদুস্বরে আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নীলাভ অঙ্গ কেন'? ভক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, 'সর্প দংশিত হইয়াছি'। একথা শুনিবামাত্র বিশ্বরাসুল নিজের পবিত্র থুথু দ্রংশন লাগাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষ অপহৃত হইলো। পাঠক, বিশ্ব রাসুলের ভক্তি - যাহা প্রত্যেক উম্মত উপরি ওয়াজিব এবং কিরূপ ওয়াজিব তাহা বিশ্বস্ত ভক্ত হজরত আবুবকর সিদ্দীকের ঘটনায় স্পষ্ট জানা গেলো। এবার তাঁরই ঔরশজাত সন্ততি হজরত আসমার এক ভক্তি ঘটনা শুনুন।

যে সময় হজরত আবুকর বিশ্বনবীর সহিত আত্ম গোপন করিতে পর্বত গুহায় যান, তাহার পূর্বেই হজরত আভাস পাইয়া নিজ অর্থ ব্যায়ে দুইটি উষ্ট্র ক্রয় করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার পিতা হজরত আবু কোহাফা (তখন তিনি মুসলমান হননি) হজরত আসমাকে ডাকিয়া আফসোস করিতে লাগিলেন যে, হায়! তোমার বাবা তোমাদিগকে পথের ভিখারি করিয়া দিলো। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়া বিশ্বরাসুলের কারনে উষ্ট্র ক্রয় করিয়াছে।' এই বাক্য দাদার মুখে শুনিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে হজরত



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আসমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িলো। কনিষ্ঠা ভগ্নী হজরত আয়েশাকে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে চলতো মক্কার বিজন।' হজরত আয়েশা তৎক্ষনাৎ ভগ্নীর সঙ্গে চলিলেন এবং দুই বোন মিলিয়া কিছু প্রস্তর টুকরো আঁচলে ভরিয়া ঘরের তাকে আনিয়া রাখিলেন। কারন, যে অর্থ দিয়া হজরত আবুবকর উষ্ট্র ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা উক্ত তাক উপরি গচ্ছিত ছিলো। বুদ্ধিমতি, রাসুল ভক্তা আসমা তাই প্রস্তর টুকরো তাকে রাখিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া দাদার হস্ত ধরিয়া উক্ত প্রস্তরো পরি রাখিলেন। বার্দ্ধক্য হেতু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছিলো, তাই প্রস্তর টুকরোর উপরে হাত রাখিতেই ভ্রমে উহাকে গচ্ছিত রৌপ্যমুদ্রা অনুভব করিলেন। তখন হজরত আসমা বলিলেন, 'দাদা, অনর্থক আপনি বাবাকে এবং দ্বীনের রাসুলকে এই মর্মে দোষারোপ করিলেন যে, ইসলামের খাতিরে তাঁহারা আমাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছেন। কিন্তু না, বাবা সমস্ত অর্থই রাখিয়া গিয়াছেন।' আর একটি ঘটনায় হজরত আসমার বিশ্ব রাসুলের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বিশ্বনবী ষাত্তর পর্বত গুহা হইতে মদিনাভিমুখে গমন করেন অর্থাৎ হিজরত করেন, সেই সময় বিশ্বনবীর নিকট দুর্গম পথ অতিবাহিত করার জন্য কোন খাদ্য সংস্থান ছিলোনা। কাজেই চিরভক্তা ও প্রেমাসক্তা আসমার শিরঃপীড়া আরম্ভ হইলো। ঘরে সামান্য যব ছিলো। তাহা নিজহস্তে ভাজিয়া চাকিতে পিষায় করিয়া একটি ছোট থয়লাতে ভরিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার মুখ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা হইলোনা। উন্মুক্ত ছাতুর থয়লা বিশ্বনবীর হস্তে তুলিয়া দিতেই রাসুল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'থয়লার মুখ বন্ধের দড়ি কোথায়?' একথা বলিতেই হজরত আসমা নিজের কোমর



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বন্ধ খুলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। একভাগে কোমর বাঁধিলেন, অপর ভাগে ছাতুর থয়লা। দয়ার নবী সেই সময় হজরত আসমাকে এই আখ্যা প্রদান করিলেন যে, 'আনতে যাতে ক্রেতা কাইন' অর্থাৎ 'আজ হইতে তুমি দুই কোমর বন্ধ ওয়ালি হইলে।' সোবহানাল্লাহ, কোমর বন্ধের পরিবর্তে যদি রাসুল তাঁহার হৃদয় খানি চাহিতেন তাহা হইলে সেটাও দিতে তিনি কুণ্ঠিতা হই তেননা! ধন্য হজরত আসমার ভক্তি এবং আজ্ঞাবহতা! ভক্তি ভরে বিশ্বপ্রেমিক রাসুলকে আবদ্ধ করিয়া লইবেন।

—ঃ হজরত আবু হোরায়রার রাসুল আসক্তি ঃ—

একদা হজরত আবু হোরায়রা কোনো কাজে যাইতেছিলেন। এমন সময় একদল মানুষ একটি ছাগলভূনা সম্মুখে রাখিয়া খাইতে উদ্যত। হজরত আবু হোরায়রাকে দেখিয়া খাইবার জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু তিনি এই বলিয়া তাঁহাদের আবেদন উপেক্ষা করিলেন যে, 'আমার বিশ্ব রাসুল জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু কোনোদিন যবের আটার রুটি পেট ভরিয়া খাননাই। কাজেই আমি কি প্রকারে এই সুস্বাদু খাদ্য খাইতে পারি?' ধন্য আপনার আত্মোশক্তি। মানুষ বহুবিধ চেষ্টা করিয়া ভালো এবংসুস্বাদু খাদ্য খাইতে চায়, মোবাহ সিদ্ধ বস্তু খাইতে, নিষেধও নাইঃ কিন্তু ভক্তির কি এক আশ্চর্য নীতি যে, তাহাও খাইতে আদেশ দিলো না। (মেশকাত শরিফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬)।

বিশ্বনবীর আদেশ পালনে চিরতরে সোনার অঙ্গুরী পরনে হজরত আব্দুল্লা সাহাবি বর্ণনা করেন একদা বিশ্ব নবী এক জনকে সোনার অঙ্গুরী পরা অবস্থায় দেখিলেন। নিজের পবিত্র হস্ত দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এবং বলিলেন তোমাদের মধ্যে কি কেউ চায় যে, অগ্নিঅঙ্গার আপনার হাতে রাখে?' এই কথা বলিয়া দয়ার রাসুল চলিয়া গেলেন। পরে অঙ্গুরী পরিধানী ব্যক্তিকে বলা হইলো যে, অঙ্গুরী উঠাইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া দাও। উত্তর দিলেন, 'যাহা হুজুর বর্জন করিয়াছেন, তাহা আমি উঠাইতে পারিবোনা।' এই বলিয়া চলিয়া গেলেন (মেশকাত শরিফ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭৮ পৃঃ)।

নোট ঃ উক্ত হাদিস শরিফ দ্বারা তাঁহার ভক্তির চরম সীমা বোঝা গেলো এবং সোনার গহনা ব্যবহার করা পুরুষের জন্যে হারাম, তাহাও জানা গেলো।

—ঃ বিশ্বনবীর উপর আত্মসমর্পন ঃ—

এক আনসারী নারীর বিশ্বনবীর উপর আত্মসমর্পন। ওহুদের যুদ্ধে তাঁহার স্বামী, পিতা এবং ভ্রাতা - তিনজন শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনজনের খবর একের পর এক পাইলেন। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া প্রতিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমারা বলো বিশ্বনবী কেমন আছেন? উত্তরে বলা হইলো 'নবীপাক, আলহামদোলিল্লাহ, ভালোই আছেন।' 'তাহা হইলে আমার সবকিছু রহিয়াছে। আমি সর্বস্ব হারা হইয়াও নবীকে পাইয়াছি, তাহাতেই সব পাওয়া হইয়াছে।' ধন্য তাঁহার নবী প্রেমের আত্মাহুতি তো! পাঠক, পাঠীকা ; একজন হীন প্রানা নিঃসহায় নারীর স্বামী, পিতা এবং ভ্রাতার চেয়ে সংসারে আপনজন কে হইতে পারে? কিন্তু সর্বদুঃখ কোরবান করিয়া দিলো বিশ্ব রাসুলের প্রেমের উপরে।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

—ঃ হজরত মাহ্‌মুদের রাসুল ভক্তি ঃ—

হজরত মামুদ যিনি গজনীর ও ভারতের বাদশাহ ছিলেন, যাঁর বীরদর্পে একদিন ভারত মেদিনী বিকম্পিত যাঁর বাহুবলে ভারত পরাজিত, যিনি মানবমাঝে ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্যভাব উদ্ভূত করিয়াছিলেন - তিনি একদা হজ ব্রত উদযাপন করিতে গিয়াছিলেন - পবিত্র মক্কাভূমিতে। হজ আদায় করিয়া বিশ্বনবীর রওজা শরীফ পরিদর্শনে মদিনা শরীফে গেলেন ভিস্তির সাজে, অর্থাৎ স্কন্ধে পানির মশক উঠাইয়া নগন্য ভৃত্যের ন্যায়। যাঁহারা উনাকে জানিতেন তাঁহারা আচম্বিতে ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন - 'হে গজনী এবং ভারতের নরপতি, আপনি এখানে এই অবস্থায় কেন?' উত্তরে বলিলেন, 'ভাতৃবর্গ, শাহানশাহে দোজাহান সম্মুখে কিঙ্কর রূপে যদি পরিগণিত হইতে পারি তাহা হইলে কেয়ামতের মাঠে মহাসঙ্কটে উদ্ধার হইবো এবং জান্নাতের অধিকারী হইবো। অন্যথায় শয়তান লাইনের মতো বিতাড়িত হইবো। তাই ভিস্তির সাজে দরবারে রাসুলে আসিয়াছি।' পাঠক, ইনিই ভারত এবং গজনীর নরপতি হজরত মাহ্‌মুদ! একজন সাধারণ মানুষ অধঃ গত ভেষ ধারন করিতে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু ভক্তির কি অপূর্ব শক্তি যে, গজনী ও ভারত অধিপতি ভিস্তির সাজে লোকমাঝে রাসুল দরবারে আসিতে লজ্জা তো দূরের কথা - তিনি গর্ব ও নাজাতের সোপান একিন করিলেন!

—ঃ হজরত উম্মে হাবিবার বিশ্বরাসুল - আসক্তি ঃ—

হজরত উম্মে হাবিবা ছিলেন আবু সুফিয়ানের সন্ততি হজরত আমির মাবিয়ার ভগ্নী সর্বপ্রথম তাঁহার বিবাহ ওবায়দুল্লা এর সঙ্গে হইয়াছিলো।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তাহার পর তাঁহার বিবাহ রাসুলে আরাবী (সাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) এর সঙ্গে। হজরত নাজ্জাশি করিয়েছিলেন যখন তিনি বিশ্বনবীর পত্নী হওয়ার সৌভাগ্য পাইলেন, তখন হইতে মর্ত্তেই আহারে অনহারে স্বর্গসুখ পাইলেন। কারন তিনি স্বর্গাধিশ্বর - সহধর্মিনী ছিলেন। শরিয়াতের বিধানে স্বামী সম্পদের অধিশ্বরী অর্দ্ধাঙ্গিনী হন। ক্রমশঃ স্বামীভক্তি ও আসক্তি এতই অধিক হইলো যে, পিতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাকেও কুরবান করিতে দ্বিধা আসেনি। ঘটনা আছে, একদা হজরত আবুসুফিয়ান কোন কারন বশতঃ বিশ্বনবীর নিকট মদিনায় আসিয়াছিলেন, বিধর্মী অবস্থায়। কিন্তু বিশ্বনবীর সহিত সাক্ষাৎ হইলো না। কাজেই নিজের সন্ততি হজরত উম্মে হাবিবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। দরজায় যাইয়া দস্তক দিতেই আওয়াজ আসিলো, 'আপনি কে?' উত্তরে বলিলেন, 'আমি তোমার পিতা আবুসুফিয়ান।' উম্মে হাবিবা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, একটু দাঁড়ান।' সম্মুখে একটি বিছানা ছিলো, অতিসত্বর বিছানা গুটাইয়া লইলেন এবং তাহার পর বসিতে অনুমতি দিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আবুসুফিয়ান বিছানা গুটাইয়া বসিতে অনুমতি দেওয়ার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত উম্মে হাবিবা ভক্তির আবেগে উদাত্তকণ্ঠে বলিলেন, 'পবিত্র এই বিছানা বিশ্ব রাসুলের, আর আপনি বিধর্মী অপবিত্র। অতএব বিছানায় বসিবার যোগ্য নহেন। ফলে বিছানা গুটাইয়া বসিবার অনুমতি প্রদান করিলাম। পাঠক ইহার নাম ভক্তি যাহা মুক্তির সোপান। রসুল ভক্তিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া নিজ সন্ততি বিধর্মী পিতার মান ও মর্য্যাদাকে কুরবান করিতে বাধাগ্রস্ত হইলেন না।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

১১টি প্রশ্ন উত্তর

সংকলনে মাওলানা মহাম্মদ মইজদ্দীন, রামপুরহাট, বীরভূম

নানা - বনাম নাতী

নানা - হজরত আল্লামা মুফতী আবুল কাশেম সাহেব

নাতী - মোহাম্মদ আরিফ রব্বানী

১। নাতী ঃ আচ্ছা পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে শ্রষ্ঠা কি তৈরী করেছেন?

নানা ঃ হ্যাঁ আল্লা সর্বপ্রথমে মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লালাহো আলাই হি অসাল্লাম এর নুর তৈরী করেছেন।

২। নাতী ঃ আচ্ছা নানা নবী সাল্লাল্লাহো আলাই হি অ সাল্লামের পদ মোবারাকের ধুলি কোনাই এবং থু থু মোবারাকের ছোঁয়াই পৃথিবীতে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ নিজ নিজ জামানায় সম বিরল অথচ নবী কে উম্মি কেন বলা হয় ?

নানা ঃ উম্মি বলার কয়েকটি কারন হল এই যে, প্রথম উম্মুন মানে মা নবীর ছোটো বেলাই আব্বার ইন্তেকাল হয় তাই নবীকে উম্মি বলা হত দ্বিতীয় যে পাড়ায় নবী বাস করতেন সে পাড়ার নাম ছিল উম্মুল কোরা সেই সূত্রে নবী কে উম্মি বলা হয়। তৃতীয় নবী জন্ম সূত্রে শিক্ষিত। শ্রষ্টা তাঁকে পূর্ব শিক্ষিত করেই প্রেরন করে ছিলেন যাহা কোরান ও হাদিষের ভূরি ভূরি জায়গাই প্রমানিত। তাই পৃথিবীতে কোন শিক্ষা নিকেতনে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হয় নি। তাই দুনিয়াবি ক্ষেত্রে উম্মি বলা হয়।

৩। নাতী ঃ প্রথম যেদিন ওহি আগে সেদিন নবীর দুনিয়াবী বয়স কত ছিল?

নানা - হ্যাঁ ভাই সে দিন আমাদের নবী করিম সাল্লালাহো আলাইহি অ সাল্লামের দুনিয়াবি বয়েস ছিল ৪০ বছর ১১ দিন ৯ই রবিউল আউওয়াল ১২ই ফেব্রুয়ারী ৬১০ খ্রীঃ সোমবার।

৪। নাতী ঃ আচ্ছা নানা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা কোথায় হয়ে ছিল এবং সেই মাদ্রাসার শিক্ষার্থিদিগকে কোন বিষয় এর উপর সার্টিফিকেট দেওয়া হইতো?

নানা ঃ হ্যাঁ নানা ভাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা হইলো মাসজিদে নবুবীর বারান্দা। যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থিদিগকে জান্নাতের সার্টিফিকেট



দেওয়া হইতো।

৫। নাতী ঃ আচ্ছা নানা শুনেছি আব্বা আম্মার মুখে আমাদের আদি পিতার নাম আদম আলাইহিস সালাম। তাহলে আদম শব্দের অভিধানিক অর্থ কি ?

নানা ঃ হ্যাঁ নানাভাই আদম শব্দটি উদ্‌মাতুন থেকে নিস্পন্ন বলে আল্লামা জালালুদ্দীন সিউতি রাহমাতুল্লাহ আলাই হি মনে করেন এ ক্ষেত্রে অর্থ হবে বাদামী রং বিশিষ্ট।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে আদীমুন থেকে নিস্পন্ন যার অর্থ ভূপৃষ্ঠ। আবার কারো কারো মতে শব্দটি হিব্রু অর্থ মানব জাতির পিতা।

৬। নাতী ঃ আচ্ছা নানা আমাদে আদি পিতার নাম আদম কিন্তু জিনের আদি পিতার নাম কি ?

নানা ঃ সুমা

৭। নাতী ঃ আচ্ছা নানা আমাদের আদি মাতা হজরত হাওয়া (আলাই হিস সালাম) তো হাওয়া শব্দের অভিধানিক অর্থ কি ?

নানা ঃ হাওয়া শব্দের অর্থ লালচে কৃষ্ণবর্ণ। অনেকের মতে হাবিয়্যাতুন শব্দ থেকে নিস্পন্ন যার অর্থ অংশ।

৮। নাতী ঃ আচ্ছা হজর ত আদাম আলাই হিস্পালামের শিক্ষক কে ?

নানা ঃ স্বয়ং আল্লাহ। যিনি সাত লক্ষ ভাষা জানতেন।

৯। নাতী ঃ আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহো আলাই হি অসাল্লামের শিক্ষক কে এবং তিনি কত রকম ভাষা জানতেন?

নানা ঃ পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির ভাষা জানতেন যাহার পরিধি শ্রষ্ঠাই জানেন।

১০। নাতী ঃ সর্বপ্রথম এই পৃথিবীতে মাসজিদের জন্য কে জমি ক্রয় করেন?

নানা ঃ হজরত আবুবাক্কার সিদ্দিক রাদি আল্লাহু আনহু। যে মাসজিদের নাম মাসজিদ নবুবী।

১১। নাতী ঃ কোন ভালোবাসা সর্বাপরি ভালোবাসা?

নানা ঃ হুব্বে মোস্তাফা তথা হুজুর সাল্লাহো আলাই হি অসাল্লমের ভালোবাসাই সর্বপোরি ভালোবাসা।



visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in

ইয়া নবি সালামো আলাইকা —
ইয়া রাসুল সালামো আলাইকা।
ইয়া হাবিব সালামো আলাইকা—
সালাওয়া তুল্লাহে আলাইকা।।

হে রাসুল সালামো তোমায়—
আলি ও বিবি ফাতেমায়।
হাসান ও হুসেন দুজনায়—
আরো আল আসহাবে সবাই।।
ইয়া নবি সালামো .....

নুরে নুর করে দাও সিনা—
ডেকে নাও সোনার মদীনা।
দাঁড়িয়ে রৌজারী ধারে—
বলি হাত দুটি ধরে।।
ইয়া নবি সালামো .....

সমাপ্ত

visit: www.YaNabi.in
visit: www.YaNabi.in